ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-164 ■ 15 March, 2026 ■ আগরতলা ১৫ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ৩০ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ব্রিগেড জনসভায়

বঙ্গে সরকার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ঃ মোদি

কলকাতা, ১৪ মার্চ।। পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তন এখন অবশ্যম্ভাবী এবং তা রাজ্যের মানুষের মনে ও দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’-র সমাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ এখন বিজেপিকে ক্ষমতায় দেখতে চান এবং বাংলায় “জঙ্গলরাজ”-এর অবসান চান।

মোদি অভিযোগ করেন, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের সময়কার কুখ্যাত অপরাধীদের দলে টেনে নিয়ে নিজেদের শক্তি বাড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এর ফলে রাজ্যে দুর্নীতি, হিংসা এবং বিশেষ করে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ বেড়েছে। তাঁর অভিযোগ, অধিকাংশ অপরাধের পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও না কোনও নেতার জড়িত থাকার ঘটনা সামনে আসে।

তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কোনও অপরাধীই রেহাই পাবে না। “পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ওপর শাসক দলের অত্যাচার খুব শিগগিরই শেষ হবে। রাজ্যে শাসকের আইন নয়, আইনের শাসন চলবে,” বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস বেআইনি অনুপ্রবেশকে উৎসাহ দিচ্ছে, যার ফলে রাজ্যের বহু জেলার সামাজিক ও জনসংখ্যাগত চিত্র বদলে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে নারীদের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে এবং তারাই তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক হওয়ায় ভোটার তালিকা পরিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করা হচ্ছে।

মোদি আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য রাজ্যের মানুষের উন্নয়ন করা নয়, বরং অন্য কাউকেও কাজ করতে না দেওয়া। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের মধ্যেও

দেশে জ্বালানি ও এলপিজি সরবরাহ স্বাভাবিক ঃ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ (আইএএনএস)।। পশ্চিম এশিয়ায় চলমান আঞ্চলিক সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ভারত সরকার পরিস্থিতি শান্ত করার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছে। একই সঙ্গে সরকার আশ্বস্ত করেছে যে দেশে অপরিশোধিত তেল, পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজি-র পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে।

শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, সংঘাত শুরুর পর থেকেই ভারত উত্তেজনা কমানোর এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। পাশাপাশি পণ্য ও জ্বালানি পরিবহনের নিরবচ্ছিন্ন চলাচল নিশ্চিত করাও ভারতের অন্যতম অগ্রাধিকার।

তিনি বলেন, “সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই ভারত উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানিয়ে আসছে এবং সব পক্ষকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের কথা বলছে। একই সঙ্গে পণ্য ও জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন নিশ্চিত করাও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার।”

জয়সওয়াল আরও জানান, ভারত সব পক্ষকে বেসামরিক অবকাঠামো, বিশেষ করে জ্বালানি সংক্রান্ত স্থাপনায় হামলা না করার আহ্বান জানিয়েছে, কারণ এ ধরনের আক্রমণের বিশ্বব্যাপী প্রভাব পড়তে পারে।

তিনি বলেন, ভারত ইতিমধ্যেই উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের সদস্য দেশগুলি, ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে বিভিন্ন কূটনৈতিক স্তরে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখেছে। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করও সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখেছেন।

অন্যদিকে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রক জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল থেকে ভারতীয় নাবিকদের ফিরিয়ে আনা এবং সামুদ্রিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রকের বিশেষ সচিব রাজেশ কুমার সিনহা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩০ জন ভারতীয় নাবিককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এর ফলে এখনও পর্যন্ত মোট ২৫৩ জন নাবিককে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ছয়টি এলপিজি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির ২৮ আসনেই লড়বে বিজেপি

দলের উপর এসে দাদাগিরির সুযোগ নেই ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। জোট সঙ্গীদের অস্বীকার করে না ভারতীয় জনতা পার্টি। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য, আগামী এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি ২৮টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কেউ আমাদের উপর এসে দাদাগিরি করবে এই সুযোগ থাকবে না। পার্টনার হিসেবে তাদের যতটুকু দরকার আমরা দিতেও পারি, নাও দিতে পারি- এটা আমাদের উপর নির্ভর করবে। কারণ আমরা কাউকে ছাড়তে চাই না, ভারতীয় জনতা পার্টি জোটধর্ম পালন করে। কিন্তু আমাদের টার্গেট ২৮। আজ ধলাই জেলার ধুমাছড়ায় ভারতীয় জনতা পার্টির করমছড়া মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এক যোগদান সভায় অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ সত্যিই আমাদের জন্য একটা আনন্দের দিন। আজ এই জায়গায় ১৪৭ পরিবারের ৫৮৭ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন। আমি তাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। আপনারা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ প্রদ্যোতের

এডিসির সব আসনেই মথার কর্মীরা বিজেপিকে পরাজিত করবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। এডিসি নির্বাচনে ২৮টি আসনে তিপরা মথার কর্মীরাই বিজেপিকে পরাজিত করবে। তিপ্রাসা জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে তিনি কখনোই আপস করবেন না। আজ খুমুলুঙে জনসমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি, সিপিআই(এম) সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের দোহাই দিয়ে জনজাতিদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে জনজাতি সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই তিনি গোটা জনজাতিদের কাছে একতার সাথে লড়াই করার আবেদন জানিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, কিছুক্ষণ আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি সবকটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু তিপরা মথার দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন তাহলে আমরাও তা গ্রহণ করলা। বিজেপি প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার পরই তিপরা মথা নিজেদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় ঈদের বাজারে মহিলাদের উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৪ মার্চ ।। আসন্ন ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে জমজমাট হয়ে উঠেছে সোনামুড়া বাজার। ঈদের প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকেই এখানে শুরু হয়েছে কেনাকাটার ধুম। জামা-কাপড়, সেমাইসহ নানা সামগ্রী কিনতে বাজারে ভিড় করছেন ক্রেতারা, যার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি।

চলতি বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়েছে। চাঁদ দেখার মাধ্যমে শুরু হয়েছে রোজা পালন, আর এখন সকলের অপেক্ষা ঈদের চাঁদের জন্য। আর মাত্র এক সপ্তাহ পর পালিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর। এই উৎসবকে ঘিরেই জমে উঠেছে ঈদের বাজার। ত্রিপুরার অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় ঈদের কেনাকাটার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে সোনামুড়া। শুধু স্থানীয় মানুষই নয়, বক্সনগর, উদয়পুর, বিলোনিয়া এবং আগরতলা থেকেও বহু ক্রেতা ঈদের কেনাকাটা করতে সোনামুড়া বাজারে ভিড় করছেন।

ব্যবসায়ীদের দাবি, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর বাজারে মানুষের আনাগোনা অনেকটাই বেড়েছে। ফলে বেচাকেনাও বেশ ভালো হচ্ছে। এতে স্বভাবতই খুশি ব্যবসায়ীরা। ক্রেতারাও বেশি দরদাম না করেই পছন্দমতো জামা-কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী কিনে নিচ্ছেন।

এই অঞ্চলের অনেক পুরুষ কাজের সূত্রে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গঙ্গার তীর দখল নিয়ে উদ্বেগ সুপ্রিমকোর্টের, রিপোর্ট তলব

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ।। গঙ্গা নদীর তীর ও বন্যা সমভূমিতে বেআইনি নির্মাণ ও দখলদারির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এ নিয়ে দেশজুড়ে বিস্তারিত অবস্থান রিপোর্ট তলব করল সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি জে.বি. পারদিওয়ালা এবং কে. ভি. বিশ্বনাথন-এর বেঞ্চ কেন্দ্র সরকার, জাতীয় পরিষ্কার গঙ্গা মিশন (এনএমসিজি) এবং গঙ্গা প্রবাহিত রাজ্যগুলিকে বর্তমান দখলদারির পরিস্থিতি ও তা উচ্ছেদের জন্য নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

এই বেঞ্চে অশোক কুমার সিনহার করা একটি আপিলের শুনানি চলছিল। তিনি ২০২০ সালে জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনাল-এর একটি আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যেখানে পাটনায় গঙ্গার বন্যা সমভূমিতে দখলদারির অভিযোগ সংক্রান্ত তাঁর আবেদন খারিজ করা হয়েছিল।

শুনানির সময় আবেদনকারীর আইনজীবী আকাশ বশিষ্ঠ আদালতকে জানান, ২০২৩ সালে পাটনার দিঘা ঘাট থেকে নওজার ঘাট পর্যন্ত এলাকায় মোট ২১৩টি দখলদারি চিহ্নিত হয়েছে। এর মধ্যে ৫৮টি ভেঙে ফেলা হলেও বিভিন্ন আদালতের অন্তর্বর্তী নির্দেশের কারণে এখনও ১৪৫টি কাঠামো রয়ে গেছে।

সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করে যে এই সমস্যা শুধু বিহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গঙ্গা অববাহিকার অন্যান্য রাজ্য যেমন উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা, রাজস্থান, ছত্তিশগড় এবং দিল্লিতেও বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার।

বেঞ্চ তার নির্দেশে বলেছে, “গঙ্গা যে সমস্ত রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সেখানে নদীর তীর ও বন্যা সমভূমিতে দখলদারির বর্তমান অবস্থা ও বিস্তারিত রিপোর্ট আমরা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চাই।” ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যান্সার হাসপাতালের বাথরুমে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। ক্যান্সার হাসপাতালের বাথরুম থেকে এক রোগীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, প্রায় দেড় বছর আগে তার শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়ে রাকেশ দেববর্মার। তিনি সিমনা তমকারি এলাকার বাসিন্দা। এরপর থেকেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে ক্যান্সার আক্রান্ত রাকেশ দেববর্মা প্রায় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে ক্যান্সার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। আজ সকালে হাসপাতালে বাথরুমে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দরজা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ দেখে সন্দেহ হয়। পরে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাকেশ দেববর্মার দেহ উদ্ধার করা হয় বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ধর্মনগর উপনির্বাচন সহ এডিসির ২৮ আসনে প্রার্থী তালিকা শীঘ্রই ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনে কংগ্রেস ২৮টি আসনেই প্রার্থী দেবে। পাশাপাশি ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রার্থীও চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই সেই নাম ঘোষণা করা হবে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

আগামী স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচন এবং ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে আজ প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক বিরাজিত সিনহা, শবদা কুমার জামাতিয়া সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা।

বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অশীষ কুমার সাহা জানান, আসন্ন এডিসি নির্বাচনে কংগ্রেস ২৮টি আসনেই প্রার্থী দেবে। পাশাপাশি ধর্মনগর বিধানসভা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্যাসের পাইপ লাইন ফেটে বিপত্তি, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ চলাকালীন গ্যাস পাইপলাইন ফেটে যাওয়ায় কৃষ্ণনগর সৎসঙ্গ আশ্রম এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পাইপলাইন ফেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে গ্যাস বের হতে শুরু করে। হঠাৎ করে তীব্র গ্যাসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। অনেকেই নিরাপত্তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনীতিতে যুব সমাজের অংশগ্রহণ অপরিহার্য ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। যুব সমাজই আগামী দিনের দেশের নির্মাতা। সৎ ও শিক্ষিত মানুষের অংশগ্রহণ রাজনীতিতে না থাকলে গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে। আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় আয়োজিত রাজ্যস্তরের “বিকশিত ভারত যুব পার্লামেন্ট ২০২৬” অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন, ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে বিশ্বের এক নম্বর অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য স্থির করা উচিত।

তিনি বলেন ২০৪৭ এর মধ্যে আমারদের এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত করতে হবে। হাতে আর মাত্র ২২ বছর সময় রয়েছে, তাই এখন থেকেই আমাদের শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। আমি এখানে শুধু বক্তৃতা দিতে আসিনি, বরং চিন্তা, সাহস এবং দায়িত্ববোধের আগুন জ্বালাতে এসেছি। স্বাধীনতা সংগ্রাম হোক বা সামাজিক সংস্কার সব ক্ষেত্রেই যুবসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজও এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। আমাদের অনেক শত্রু রয়েছে, তবে প্রধান শত্রু হলো দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা এবং বৈষম্য। তবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষা কেন্দ্রে অসুস্থ ছাত্রীর চিকিৎসা নিয়ে অমানবিকতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে পড়া এক ছাত্রীকে দীর্ঘ সময় চিকিৎসার ব্যবস্থা না করার অভিযোগ উঠল দায়িত্বে থাকা শিক্ষক—শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুড়ার এনসিআই স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্রে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন শোভাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে যায়। অভিযোগ, অসুস্থ হয়ে পড়ার পর প্রায় ২৫ থেকে ৩০ মিনিট ধরে ছাত্রীটি বেঞ্চের উপরই অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল।

স্থানীয়দের দাবি, ওই সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত শিক্ষক—শিক্ষিকারা ছাত্রীটির চিকিৎসার জন্য দ্রুত কোনও ব্যবস্থা নেননি। এমনকি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরীক্ষার শেষ মুহূর্তে ছাত্রীটিকে বেঞ্চ থেকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে যান এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, একজন ছাত্রী দীর্ঘ সময় অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকার পরও কেন পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্তরা দ্রুত ব্যবস্থা নিলেন না। ঘটনার তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জাগরণ আগরতলা,১৫ মার্চ, ২০২৬ ইং
৩০ ফাল্গুন, রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

মহা বিপদে পাকিস্তান!

পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সত্যিই বেশ উদ্বেগজনক। ২০২৬ সালের মার্চের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তান এখন একটি বহুমুখী সংকটের মুখে দাঁড়াইয়া আছে, যেখানে জ্বালানি এবং শিল্প খাত সবথেকে বেশি বিপদে পড়িয়াছে।মূলত মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তপ্ত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ করিয়া ইরান ও মার্কিন-ইসরায়েল সংঘাত এবং অভ্যন্তরীণ নীতিগত ব্যর্থতা এই সংকটের প্রধান কারণ। পাকিস্তানের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলো জ্বালানি খাত, যাহা বর্তমানে খাদের কিনারায়।হরমুজ প্রণালী আংশিক বন্ধ থাকায় পাকিস্তানের তেল ও তরল প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইয়াছে। মার্চ ২০২৬-এর শুরুতেই পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৫৫ রুপি বৃদ্ধি করা হইয়াছে, যাহা দেশজুড়িয়া হাহাকার তৈরি করিয়াছে।বসন্তের ফসল কাটার মৌসুমে ডিজেলের ঘাটতি ও উচ্চমূল্য কৃষকদের চরম বিপাকে ফেলিয়াছে।জ্বালানি সংকটের সরাসরি প্রভাব পড়িয়াছে উৎপাদনশীল সেক্টরে।গ্যাসের অভাবে ”এগ্রিটেক লিমিটেড” এর মতো বড় সার কারখানাগুলো উৎপাদন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এর ফলে দেশে সারের তীব্র সংকট এবং খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হইয়াছে। খুচরা যন্ত্রাংশের অভাবে সিন্ধু মোটরস-এর মতো বড় গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন কমাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে।পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়াছে। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতনে ৫ থেকে ৩০ু পর্যন্ত কর্তন অনুমোদন করা হইয়াছে।সরকারি যানবাহনের তেলের বরাদ্দ ৫০ু কমিয়ে দেওয়া হইয়াছে এবং ৬০ু গাড়ি রাস্তা থেকে তুলিয়া নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যুৎ ও তেল বাঁচাইতে সপ্তাহে চার দিন কর্মদিবস চালুর কথা ভাবা হইতেছে।আফগানিস্তানের সাথে সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ থাকায় এবং ইরানের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে সরবরাহ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তান এখন আক্ষরিক অর্থেই 'লোন থেকে লোনে' টিকিয়া থাকিবার লড়াই চালাইতেছে।

ইরান যুদ্ধে লিপ্ত। ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ চলিয়াছে পাকিস্তানের ”বন্ধু” আমেরিকার। আমেরিকা একা নয়, যুদ্ধে রহিয়াছে ইজরায়েলও। এই ইজয়ালের সঙ্গে আবার ইসলামাবাদের সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। ওদিকে, আবার, আফগানিস্তান সীমান্তে, ডুরান্ড লাইন নিয়া বহুদিন ধরিয়াই আফগানিস্তানের তালিবানের সঙ্গে পাকিস্তানের সংঘাত জারি রহিয়াছে। শুক্রবারও আফগানিস্তান দাবি করিয়াছে, তাহারা পাকিস্তানে আঘাত হানিয়াছে। এরই মাঝে ইরান যুদ্ধের জেরে বিশ্বে নানান পণ্যের সরবরাহ থমকিয়া গিয়াছে। তারমধ্যে জ্বালানি একটি বড় বিষয়। তবে ইরান যুদ্ধের জেরে পাকিস্তানে মেডিসিনের সংকট দেখা দিয়াছে। ইরান, ইজরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতের ফলে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট স্থগিত করা হইয়াছে, যাহার ফলে পাকিস্তানের জীবনদায়ী ওষুধ, ওষুধের উপাদান আমদানির ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই পরিস্থিতি সাধারণ পাকিস্তানিদের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডাকিয়া আনিতে পারে যাহারা ইতিমধ্যেই উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয়বহুল স্বাস্থ্যসেবার সাথে লড়াই করিতেছেন। আর দেড় মাসের মতো ওষুধের কাঁচামালের সঞ্চয় পাকিস্তানের কাছে রহিয়াছে। ক্যানসার ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় ভুগিতেছেন এমন রোগীরা বিশেষভাবে ঝুঁকির মধ্যে পড়িতে পারেন যদি ঘাটতির কারণে দাম বৃদ্ধি পায় বা প্রাপ্যতা সীমিত হয়।এছাড়াও শিশুদের জন্য তৈরি মেডিসিনও সংকটজনক অবস্থায় রহিয়াছে পাকিস্তানে। সেদেশে বেবি ফর্মুলাও বিপুল পরিমাণে বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা হয়। ফলত, সেই সেক্টরও বেশ চাপে রহিয়াছে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময়, বিশেষজ্ঞরা দেশটির স্থানীয়ভাবে সক্রিয় ওষুধ উপাদান তৈরির সীমিত ক্ষমতা সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিলেন এবং সস্তা আমদানির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করিবার ঝুঁকি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা জোরদার করিবার ক্ষেত্রে খুব কম অগ্রগতি হইয়াছে, যাহার ফলে দেশটি বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়িয়াছে পাকিস্তান। আপাতত যুদ্ধের মাঝে এই বড় সংকট থেকে নিজেকে বাঁচাইতে পাকিস্তান কোন পথে হাঁটে সেদিকে নজর সব মহলের।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আইপিএফটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

আগরতলা, ১৪ মার্চ: আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমেই বাড়ছে। সেই প্রেক্ষিতেই শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করে ত্রিপুরার আদিবাসী প্রগতিশীল ফ্রন্ট।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সহ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও প্রতিটি জেলা কমিটির সভাপতি, সম্পাদক এবং দলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণ এবং সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন জেলার সাংগঠনিক পরিস্থিতি এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি সম্পর্কেও মতবিনিময় করেন নেতৃবৃন্দ।

বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের নেতারা জানান, এডিসি নির্বাচনের সবকটি ২৮টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তারা প্রস্তুত রয়েছেন। জোট প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নেতারা জানান, নির্বাচন ঘোষণার পর আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তবে দল আসন্ন নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছে বলেও এদিন স্পষ্ট করে জানান দলের নেতৃত্ব।

দুদিনব্যাপী ২৪তম স্টেট মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু বাধারঘাটে

আগরতলা, ১৪ মার্চ: দুদিনব্যাপী ২৪তম স্টেট মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫—২৬ শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা-র উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

বাধারঘাটে ডি.ডি.এস.এস. কমপ্লেক্সের দেবভক্তি জামাতিয়া সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক-এ অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল-এর সচিব সুকান্ত ঘোষ, মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার পৃষ্ঠপোষক সঞ্জয় পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

যন্ত্রনা — ক্ষুধা — খাদ্য ও উদ্বাস্তু রন্ধনের একটি ইতিহাস

দুর্গেশ নন্দিনী

চল, তাড়াতাড়ি কর,
আর দেরি নয়, বেরিয়ে পড়
বেরিয়ে পড় এখুনি।
ভোররাতের স্বপ্নভরা আদুরে
ঘুমটুকু নিয়ে
আর পাশে ফিরতে হবে না।
উঠে পড় গা ঝাড়া দিয়ে,সময়
নেই-
এমন সুযোগ আর আসবে না
কোন দিন।
বাছবাছাই না করে হাতের
কাছে যা পাস
তাই দিয়ে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে
নে হুট করে।
বেড়িয়ে পড়,
দেরী করলেই পস্তাতে হবে
বেরিয়ে পড়-
ভূষণ পাল গোটা পরিবারটাকে
ঝড়ের মতো নাড়া দিলে।

হ্যাঁ, তারা উদ্বাস্তু হয়েছিল। ১৯৪৭, ১৯৫০ — ৫১ , ১৯৬১ -৬৪, ১৯৭০ — ৭১ এবং আজও তারা উদ্বাস্তু হয়ে আসছে। কত কাল, কত যুগ , কত ক্ষুধার জ্বালা কেটে গেছে তারা উদ্বাস্তু হয়ে আসছে। তারা জেনেছে ছিন্নমূল শব্দের অর্থ। তারা ফেলে এসেছে গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখ পাখালি, অজস্র জলধারায় ঘেরা এক ভূখণ্ডকে। অখণ্ড দেশটা ভাগ হয়ে তার নাম পাল্টে গেল। মানুষ গুলোর আর নিজস্ব বলে কিছু থাকল না। কত রাজনৈতিক কৌশল, কত কুটিল ষড়যন্ত্র, কত মানুষ চাইল ক্ষমতায়ন। বাঙ্গালী হিন্দু কেবল বসে বসে অখন্ডকে খণ্ড হতে দেখল। কিছু মানুষ কেবল নিজ স্বার্থে একটা অদ্ভুত নামকে মেনে নিল। কেউ কেউ গলা তুলে গাইল নতুন দেশের গান। কিন্তু হায় বাঙ্গালী হিন্দু ,তার ঘরখানি যে যেতে বসল তার খবর কে রাখল ? যারা গাছ, বন, জঙ্গলের ভিতর নীলকণ্ঠ পক্ষীর খোঁজ করত , তারা একদিন হারিয়ে গেল। কোথায় গেল কেউ জানে না ?

তবে কিনা স্বাধীনতার একবছর আগে থেকেই সেই কালবেলা সূচনা হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা চলে আসতে শুরু করল স্বাধীনতার এক বছর আগে ছেচল্লিশের দাঙ্গা সময় থেকে। সম্পন্ন হিন্দু পরিবার মেয়েদের সম্মান রক্ষার কারণে তখন থেকেই চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাকিছু সম্পত্তি বিক্রি করে এই বঙ্গে এসে আশ্রয় করতে পেরেছিলেন কয়েকজন , আবার অনেকেই পারেননি। স্বাধীনতার পরেও অনেকে পূর্ববঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন এই আশায় যে আবার সব আগের মত হয়ে যাবে.. কিন্তু দুঃখের বিষয় আবার সব আগের মত হয়নি!

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রথমে প্রবল ভাবে ভারত ভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং- এর বীভৎসতার পর বাংলার আইনসভায় তার বক্তৃতা ছিল স্মরণীয়। যেখানে তিনি পাকিস্তান কে নির্বোধ এবং অসত্য ধারণা বলেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দু বাঙ্গালীর হোম ল্যান্ড বিষয়টি কতটা জরুরি। দাবি করলেন তিনি সেই হোম ল্যান্ড, ২০ শে জুন ১৯৪৭, তারিখে বঙ্গীয় আইনসভা বাংলা ভাগের স্বপক্ষে রায় দিল। জন্ম হল বাঙ্গালী হিন্দুর এক ও অন্যতম হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গের। সকল ক্ষত, অপমান, যন্ত্রনা নিয়ে সীমানা পেরিয়ে অজস্র হিন্দুর শেষ আশ্রয় স্থল হল সেই হোমল্যান্ড। দেশান্তর আর ধর্মান্তর দুজনেই সমার্থক। এই দুই হওয়া মানে নিজের হৃদপিণ্ডকে খুলে আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলে দেওয়া। পূর্ববঙ্গ থেকে হঠাৎ বাস্তুচ্যুত হয়ে অসংখ্য মানুষ বাঙালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পা রাখল। সকলে মানিয়ে নিতে বাধ্য হল নতুন আর্থ , সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা। তারসঙ্গে ,তাদের অবশ্যই শুরু হল এক কঠিন সংগ্রাম। ফেলে আসা সাত পুরুষের গড়া ভিটেমাটি, ভূসম্পত্তি, চেনা জীবন ,সুখ-দুঃখ ,আনন্দ উৎসব এমনকি তিল তিল করে রপ্ত করা সংস্কৃতি কৃষ্টিকে ছেড়ে আসার বেদনাভরা স্মৃতি। অন্যদিনে প্রতিদিনের রূঢ় বর্তমান বাস্তবের মুখোমুখি নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষের সঙ্গে। অনেক ক্ষেত্রেই "রিফিউজি", "বাঙাল" বলে উপেক্ষা। অনাদর মুখ বুজে সহ্য করে অস্তিত্বরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জোরালো দাবি নিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত নারী-পুরুষ অনেক উঁচু-নিচু বন্ধুর পথ পেরিয়ে একটু একটু করে গড়ে তুলেছে নতুন সংস্কৃতি।

কত দূর দিগন্তের পথ- এখান থেকে নৌকা করে ষ্টিমার ঘাট
সেখান থেকে রেলষ্টেশন-কী
মজা, আজ প্রথম ট্রেনে চাপাবি,
ট্রেন করে চেকপোষ্ট,সেখান
থেকে পায়ে হেঁটে-পায়ে
হেঁটে-পায়ে হেঁটে-

ছোট ছোলেটা ঘুমমোছা চোখে জিঞ্জেস করলে, সেখান থেকে কোথায় বাবা? কোথায় আবার! আমাদের নিজের দেশে। ছায়াঢাকা ডোবার ধারে হিজল গাছে ঘুমভাঙা পাখিরা চেনা গলায় কিচিরমিচির করে উঠল।

যেসব মানুষরা ভেবেছিল দেশটা ভাগ হলেই , দেশের নাম পাকিস্তান হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে ,আবার আগের মত হয়ে যাবে, আবার সব মিলে মিশে যাবে তারা কিন্তু বাস্তবে অন্য চেহারা দেখে ছিল। তারা দেখেছিল সংখ্যালঘু হয়ে অকথ্য নির্যাতনকে, নিঃশ্বাস নিতে ভয় হবার মতো দুঃস্বপ্নকে, নারী নির্যাতন , জোর করে সম্পত্তি দখলকে.এসব কিছু ধীরে ধীরে গ্রাম জনপদকে অস্থির করে তুলেছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি হয়েছিল দাঙ্গা হাঙ্গামা , ভীতি প্রদর্শনের ছোট-বড় ঘটনা। ফলত, প্রাণ ও মান বাঁচানোর তাগিদে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা চিরকালের মতো বাস্তু ত্যাগ করে আসবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল।

দেশভাগ হবার পর থেকেই শিয়ালদা স্টেশন , ক্যাম্প , কলোনিতে বাস্তু ত্যাগী মানুষের ভিড় ক্রমেই প্রতিদিন বাড়তে লাগলো। শুরু হলো উদ্বাস্তু মানুষের দুর্বিষহ জীবন যাপন ও পূর্বতন সুখ স্মৃতি রোমন্থনের বেদনা। নতুন করে বেঁচে ওঠার জন্য নতুন করে লড়াই, নতুন করে অস্তিত্বের সন্ধান, জীবনের ইতিবাচক মূল্যবোধের নতুন করে অনুসন্ধান। এখানে বলা উচিত এ ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের সর্বস্তরের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে সেই লড়াই বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। পরিবারের সকলকে ভালোরাখার ক্ষেত্রে , অর্থনৈতিক-সামাজিক- পারিবারিক নির্ভরতায় তারা যে বড় অংশীদার সেটা প্রমাণিত হয়েছিল। ঠিক যেমন, "মেঘে ঢাকা তারা"- র নীতা , নরেন্দ্র মিত্রের "অবতরণিকা" গল্পের আরতি. এছাড়াও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "কাঠগোলাপ", সমরেশ বসুর "পসারিণী" গল্পের সব কিছু পিছুটান ফেলে মেয়েরা জীবন যুদ্ধে এগিয়ে গিয়েছে।

যাত্রাভিনেত্রী বীণা দাশগুপ্ত, জোৎস্না দত্ত, ক্যাবারে ডান্সার মিস শেফালি, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় সব রক্ষনশীলতার ভেঙে কাজের জগতে অর্থ উপার্জন করে সেই কালবেলায় নতুন পথের দিশারী হয়েছিলেন। উদ্বাস্তু মেয়েরা কর্ম সম্পাদন করে করালরূপী অলক্ষ্মীকে তাড়িয়ে লক্ষ্মীকে জয় করেছিল। মেয়েরা নিজের নিজের কলোনিতে মহিলা সমিতি গঠন , বিদ্যালয় গঠন ও পরিচালনা , নিজে শিক্ষিত হয়ে অন্য মেয়েদের শিক্ষা সংস্কৃতি জগতের এগিয়ে নিয়ে যাবার পরিকল্পনায় বিদ্যালয় স্থাপন , সেলাই ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। সেদিন তারা অপ্সমারকে পরাজিত করে বিদ্যাকে লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

ছায়াঢাকা ডোবার ধারে হিজল গাছেঘুমভাঙা পাখিরা চেনা গলায় কিচিরমিচির করে উঠল।জানালা দিয়ে বাইরে একবার তাকাল সেই ছোট ছেলে, দেখলে তার কাটা ঘুড়িটা এখনো গাছের মগডালেলটকে আছে,হাওয়ায় ঠোক্কর খাচ্ছে তবুও কিছুতেই ছিঁড়ে পড়ছে না।ঘাটের শান চ'টে গিয়ে যেখানে শ্যাওলা জমেছেসেও করুণ চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করছে, কোথায় যাবে? হিজল গাছের ফুল টুপ টুপ ক'রে এখনো পড়ছে জলের উপর, বলছে, যাবে কোথায়?

বাস্তুত্যাগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের ক্ষুধা। নিঃস্ব অবস্থায় বুকের মধ্যে গৃহদেবতাকে লুকিয়ে নিয়ে রাতের অন্ধকারে নিজের ভিটে ফেলে , বনজঙ্গল , নদীনালা পেরিয়ে, কচুরী পানায় নিজেকে লুকিয়ে শিয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্মে কিংবা ট্রানজিট ক্যাম্প কলোনিতে হিন্দু বাঙ্গালী হাজারে হাজারে আসতে শুরু করেছিল।তারা ক্ষুধার্ত, পথশ্রান্ত , ক্লান্ত , নিরাশ্রয়। সে এক নিদারুণ যন্ত্রণা। তাদের খাদ্য ছিল চিঁড়ে , গুড় আর দিনে দুটাকা ডোল। দড়ি দিয়ে ঘেরা সীমানায় গাদাগাদি করে থাকা ,পানীয় জল, অন্য ব্যবহার্য তুলনায় সামান্য। রাস্তায় যারা ত্রিপল খাটিয়ে থেকেছে বেলেঘাটা খালপুলের ধারে বা মৌলালির কোণে তারা রাস্তার কাঠ কুটো জোগাড় করে ইঁটের উনুনে আগুন জেলে সামান্য খাদ্য (যাকে অখাদ্যই বলা উচিত) পরিবার সন্তান-সন্ততির মুখে তুলে দিয়েছে।

শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় পেয়েছে যারা তাদেরও একই দশা। কাশী বিশ্বনাথ সমিতির দেওয়া জল , স্বেচ্ছাসেবী দলের তৈরি খিচুড়ি তাদের ক্ষুধার খাদ্য , যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। এরসঙ্গে ছিল চল্লিশের দশকের মন্বন্তরের সুদূরপ্রসারী প্রভাব। চালের দাম আকাশছোঁয়া। বস্ত্র ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের সংকট হাত ধরাধরি করে এসে উদ্বাস্তু মানুষ গুলোকে আরো বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তবু পশুর মত জীবন যাপন করে তারা হার মানেনি। তারা বাঁচতে শিখেছে।

শেষপর্যন্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসন পেয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির চেষ্টায় বিজয়গড় , বাঁশদ্রোনী , বাঘাযতীন কলোনি গড়ে ওঠে। পাশাপাশি দমদম ,বেলঘড়িয়া , সোদপুর ইত্যাদি স্থানেও গড়ে উঠেছিল অজস্র কলোনি। আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার একেকটি শক্তিপীঠ হয়ে উঠেছিল কলোনী গুলি। দম্পতি , নারী , পুরুষ ও তাদের ছেলে মেয়েরা সকলে হাতে হাত লাগিয়ে হোগলার বেড়া , বাঁশের খুঁটি দিয়ে এক কামরার মাথা গোঁজার ঘর তুলেছিল। বেড়া দিয়ে চৌহদ্দি সীমানা তৈরি করে মেয়েরা ঘরের মাচায় তুলেছিল লাউ কুমড়োর লতা। পুকুর থেকে কলমি শাক, হিংচে শাক জোগাড় করে বহুদিন পরে স্বাদ বদলের চেষ্টা করেছিলেন উদ্বাস্তু মা — ঝি — বউরা। সেদিন দুঃখের ভাত অমৃত হয়ে উঠেছিল বহুদিন অখাদ্য খাওয়া মানুষগুলোর নিকট। কলোনিতে অতিবাহিত কষ্টের জীবনে স্থানাভাবের চেয়ে খাদ্যাভাবের কষ্ট ছিল বড়ো প্রবল। তবু সবকিছুকে মানিয়ে মা-মেয়ে বউ সকলে মিলে দুঃখের ভাত হাসিমুখে পরিবেশন করতে দ্বিধা করত না।

তারপর একটু দূরেই মাঠে কালো
মেঘের মত ধান হয়েছে-
লক্ষীবিলাস ধান-
সোনা রঙ ধরবে ব'লে। তারও
এক প্রশ্ন- যাবে কোথায়?

আরো দূরে ছলছলাৎ পাগলী নদীর ঢেউ তার উপর চলেছে ভেসে পালতোলা ডিঙি ময়ূরপঙ্খিবলছে, আমাদের ফেলে কোথায় যাবে? আমারা কি তোমার গত জন্মের বন্ধু? এ জন্মের কেউ নই? স্বজন নই? সেমন্তী ঘোষ সম্পাদিত "দেশভাগ : স্মৃতি ও স্তব্ধতা" গ্রন্থে অরবিন্দ নগর , বিজয়গড় কলোনির বাসিন্দা উজ্জ্বলা চক্রবর্তী সেই উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রনা অকপটে স্বীকার করেছেন। "আমার বিয়ে হয়েছিল পঞ্চাশ সালে। আমার তখন কত বয়স? ১৪ হবে। ওরা নোয়াখালির। একইভাবে দাঙ্গার পরে রিফিউজি হয়ে চলে এসেছিলেন। আমার বিয়েটা খুব ছোট করেই হয়। তখন বলত মেয়ে তুলে নিয়ে বিয়ে করা। আমার হয়েছিল তাই।. এসে উঠলাম অরবিন্দ নগর কলোনিতে। বিরাট সংসার , সব মিলিয়ে ১৬-১৭ জন। জায়েদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সব কাজই করতাম। জলখাবারে রুটি তরকারি হতো।. তারপর রান্নাবান্না --- ডাল তরকারি তিতা মাছ। খেতে খেতে সাড়ে তিনটে তিনটে। তখন আর তরিতরকারি বেশি থাকত না। ওই জন্য করতাম কি , রান্না হওয়ার পরে সবজি যত খোসা টোসা থাকত সেগুলো দিয়ে চচ্চড়ি মত বানাতাম. ওইটা আমার জায়েরা খেতাম। রাতে অনেক সময় বড় জা তেঁতুল — চিনি দিতেন। ওই মেখে খেতাম। সন্ধ্যেবেলার খাবার চা, মুড়ি মাঝে মাঝে নারকোল কোরা। রেশনে চাল পেতে সমস্যা হচ্ছিল।"

তাড়াতাড়ি কর- তাড়াতাড়ি কর-
ঝিকিমিকি রোদ উঠে পড়ল যে।
আঙিনায় গোবরছড়া
দিতে হবে না,
লেপতে হবে না পৈঠে-পিঁড়ে,
গরু দুইতে হবে না,
খেতে দিতে হবে না,
মাঠে গিয়ে বেঁধে রাখতে হবে না।
দরজা খুলে দাও, যেখানে খুশি
চলে যা'ক আমাদের মত।
আমাদের মত! কিন্তু
আমরা যাচ্ছি কোথায়?
তা জানিনা। যেখানে যাচ্ছি
সেখানে আছে কী?
সব আছে। অনেক আছে,
অঢেল আছে-
কত আশা কত বাসা ক
ত হাসি কত গান
কত জন কত জায়গা
কত জেল্লা কত জমক।

যদিও আমার শ্বশুর ছিলেন উদ্বাস্তু পরিবারের এবং আমার পিসি শ্বাশুড়ি প্রমুখের নিকট শুনেছি যে, তাঁদের ওইটুকু বিলাসী খাদ্যও একটা সময় জুটতো না। একবেলা আধপেটা খেয়ে থেকেছে। বিয়ের সময় মালা কেনার ক্ষমতা ছিল না। তাই গাছের ফুল পেড়ে মালা গেঁথে পিসিমার বিয়ে হয়। আলুর খোসা ভাজা দিয়ে সকালে ভাত খেলে রাতে তার পাতে একটি কি দুটি রুটি পড়ত। একবেলা ফ্যান জুটলে অন্যবেলস্তু জল খেয়ে কাটানো হত। কপির পাতা থেকে কুমড়োর দানা কেউই ফেলা যেত না। বাস্তুহারা জীবনের ঘর গেরস্থালির ও অতি সাধারণ থেকে নিম্নমানের খাদ্য ব্যঞ্জনের বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় টানাটানির সংসারে মেয়েদের সহনশীল কর্মপটুতার পরিবার পরিজনকে আপ্রাণ ভালোরাখার চেষ্টা। এসব আলোচনা হয়ত অন্তরালে বেদনাও পাঠককে সচকিত করবে।

আসলে দুঃসময়ের খরতাপে বাস্তুহারা পরিবারের মেয়েরা অভাবকে অতিক্রম করে কঠিন অনায়াসে রপ্ত করে যতটা পেরেছে পরিবারকে স্বাচ্ছন্দ্য সুখ দিতে চেয়েছে। তারা জানে , তাদের পূর্ব প্রজন্মের বাবা ভাই আত্মীয়-স্বজনের ভিটেমাটিতে খাদ্যাভাব ছিলনা।মধ্যাহ্নের আহার তালিকায় মা , মাসি, ঠাকুমা, দিদারা পাত সাজিয়ে দিতেন, পানকাইজ চালের ভাত, গাওয়া ঘি, আলু বেগুন আর পটল ভাজা, ঘন মুগের ডাল , পাবদা মাছ, বড় বড় কই , চিতল পেটির তিন পদ। সরওয়ালা ঘন দুধ আর মোহন ভোগ দিতেন শেষপাতে। সেসব চিরতরে হারিয়ে গেছে। নয়তো মনে হয় অলীক , অপার্থিব সব দিনগুলি। একটা সময় সারা বাজার ঘুরে বেড়িয়ে মাঝবেলায় বাজারের পড়তি ঝরতি জিনিস, একটু পেট ফোলা মাছ, মুরগী পাঁঠার নাড়িভুঁড়ি, গলা, মাথা , এমনকি পুকুর থেকে ধরা গেঁড়ি গুগলি কিনে এনে সন্তানদের মুখে ছদ্মখাবার তুলে দিতে হত। সেদিনও মা দিদিমারা পুরনো দিনের সুখের স্মৃতি বুকে চেপে ধরে সেই সব অখাদ্যগুলিকে তাঁদের হাতের অন্নপূর্ণা ছোঁয়ায় খাদ্যে পরিণত করেছেন। ২০১৯ সালের ৩ রা আগস্ট শনিবার একটি বিশেষ সংবাদপত্রের পাতায় সেলেব কিচেন কলমে বিখ্যাত সেলেব , যিনি সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজের সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি আলু পটলের চোকলা ভাজার রেসিপি দিতে গিয়ে নিজের অতীতের কথা জানিয়েছিলেন।

ওপার বাংলার মানুষ এপার বাংলায় এসে আর্থিক অনটনের মুখোমুখি হয়। তাদের সহজাত অভ্যাস তৈরী হয়ে যায় সবজির সবটুকু দিয়ে রান্না করার। কিছু যাতে ফেলা যায়, সেদিকে নজর রাখা। আমার বাড়ি ও তার ব্যতিক্রম নয়। বাড়িতে ছোটবলায় লাউ আনা হলে তা দিয়ে লাউ ঘন্ট যেমন হতো ,আবার একই সঙ্গে হত লাউয়ের খোসা ভাজা। এই তরিতরকারি সাধারণত বাতিল দিয়ে নানা রকম রান্না আমায় ছোটবেলা থেকেই আকৃষ্ট করত। ছোটবেলায় দিদিমাকে দেখেছি একধরনের সান ড্রায়েড আলু ভাজা করতে। আলু কুচি কুচি করে কেটে জলে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে জল ঝরিয়ে ভেজা খবরের কাগজের ওপর ফেলে রোদ রাখতেন দিনকয়েক। আলু শুকিয়ে গেলে তারপর সাদা তেলে ভেজে খাওয়া হতো। একরকম নয়, বাড়িতে আলুভাজা রকমফের হত পাঁচ সাত রকম। দিদিমার কাছ থেকেই শিখেছি মেঘ দেখে ডাল রান্না করা। যেমন --- পরিষ্কার আকাশ থাকলে বিউলির ডাল। আবার , বর্ষাদিনে হত চালডালের পাতলা খিচুড়ি। .কত সামান্য তেল মশলা দিয়েও রান্নার স্বাদ বদল হয়, তাও শিখেছি।

সেখানকার নদী কি
এমনি মধুমতী?
মাটি কি এমনি মমতামাখানো?
ধান কি এমনি বৈকুণ্ঠবিলাস?
সোনার মত ধান আর রুপোর
মতো চাল?
বাতাস কি এমনি হিজলফুলের
গন্ধভরা
বুনো-বুনো মৃদু মৃদু?
মানুষ কি সেখানে কম নিষ্ঠুর
কম ফন্দিবাজ কম সুবিধাখোর?
তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি
করো-
ভূষণ এবার স্ত্রী সুবালার উপর
ধমকে উঠল:
কী কত বাছাবাছি বাঁধাবাঁধি
করছ,
সব ফেলে ছড়িয়ে
টুকরো-টুকরো ক'রে
এপাশে-ওপাশে বিলিয়ে দিয়ে
জোর কদমে এগিয়ে চলো,
শেষ পর্যন্ত চলুক থামুক ট্রেনে
গিয়ে সোয়ার হও,

সোয়ার হতে পারলেই নিশ্চিন্তি। আসলে বাঙ্গালী ভোজন শিল্পী। আর বাঙ্গালী মা ঠাকুমা দিদিমারা পরম্পরাগত ভাবে সুগৃহিনী, রন্ধন পটিয়সী।বাঙ্গালী মেয়েরা নিত্যকর্মটিকে আনন্দের সঙ্গে অভিনব প্রণালীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। দুঃখ কষ্টের সময় , বাস্তুহারা জীবনেও হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সেই পটুত্বে কষ্টের সংসারে আলোর ঝর্ণা বইয়ে দিয়েছিল। হতাশার মধ্যেও তারা আশায় বুকবেঁধে ছিল। "জীবনের জলছবি" গ্রন্থে আঠারো উনিশ অধ্যায় কথা সাহিত্যিক প্রতিভা বসু পিতা-মাতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছেন সবচেয়ে বড় কথা এত কাণ্ডের পরও দাঙ্গার অবসান ঘটল না। কাতারে কাতারে সহস্র সহস্র হিন্দু পালিয়ে এসে এ পিঠে ভাঙা ভারতের পথে বসলো। তার মধ্যে কেউ বাঁচলো কেউ মরল। কলকাতা শহরে ছেয়ে গেল মানুষে মানুষের। ছোট-বড় ধনী-নির্ধন জাতি-নির্বিশেষে শ্মশানে যাবার পূর্বেই, এক হয়ে গেল বিপদের স্রোতে ভেসে। তাদের নাম হলো উদ্বাস্তু, রিফিউজি। আমার পিত্রালয় এই নামের অন্তর্গত হলেন। তারা প্রাণে কেউ মরলেন না বটে তবে ধনে এবং মানে তাদের অবস্থা মৃত্যুর অধিক হলো। . তাঁরা আসার অব্যহতি পরেই সাংঘাতিক থেকে দাঙ্গা লেগে গেল ঢাকাতেওঁরা আর ফিরতে পারলেন না। বাবা পড়লেন বিপাকে। ঢাকা থাকতে বিলাসিতার অভাব ঘটলেও ঘটতে পারত, কিন্তু চাল আর ডালের অভাব ছিলনা। সে খাদ্যই তো জমিদারি থেকে আসত।. আমি বাবাকে বিশেষভাবে বলেছিলাম তুমি বাড়িটা বদলে নাও। বাবাকে বলতেন, দুৎ পাগল নাকি, এরকম মারামারি থাকবে নাকি চিরদিন ! থামলো বলে। থামলেই আমরা ঢাকায় চলে যাব। এখানে না হয় বাড়িটা বদল করলাম? খাবোটা কি? ওখানে গেলে তো আমাদের খাবার অভাব নেই। কি মস্ত বাড়ি, ধান , চাল , ডাল , চিনি ,নারকেল নিজেদের ভেড়ি, মাছের অভাব কি? তাঁরা আর ফিরতে পারলেন না। দেশভাগ তাঁকে ধনে প্রাণে নিঃস্ব করে দিল। শুধু অতীত সুখের স্মৃতি, সুখ খাদ্যের স্মৃতি , সম্পদের স্মৃতি তাঁদের মনের মধ্যে উথাল পাথাল করে তুলেছিল। বাঙ্গালী অন্নময় প্রাণ, অন্ন ব্যঞ্জনের স্বাদুতা তাদের হৃদয়ে মস্তিষ্কে। হৃদয়হরণকারিনী বঙ্গনারী যুগ যুগধরে সুস্বাদু ভোজন ব্যঞ্জনের স্বাদুতায় তাই সামান্য উপাদানকে অসামান্য শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করতে জানত। আশ্রয়চুত্য হলেও তাদের যুগ যুগ ধরে পরম্পরায় চর্চিত শিল্পশৈলীকে কেউ ধ্বংস করতে পারেনি। উক্ত কথা মনে রেখেই বুদ্ধদেব বসু একটি বই লিখেছিলেন , "ভোজন শিল্পী বাঙালি।" তার কোথাও গিয়ে মনে হয়েছিল যে বাঙ্গালী রান্নার ধ্রুপদী ধারাটি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। ঐতিহাসিক কারণে তার একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করা উচিত। যদি আজ কালগ্রস্ত হয়ে থাকে — আর লক্ষণ যদি দেখে তাই মনে হচ্ছে তাহলে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকার প্রয়োজন আছে। কেননা পরিবর্তন জীবনের একটি নিয়ম হলেও পরিবর্তনও পরিবর্তনের অধীন। ইতিহাস ও পূর্বপুরুষের স্মৃতির মধ্যেই ভবিৎব্য নিহিত থাকে। "বিষাদ বৃক্ষ" --- র মিহির সেনগুপ্ত দেশভাগ এবং দেশত্যাগের ওদের সূচনাপর্বে বয়সে ছোট এবং ওপার বাংলার বাসিন্দা। তিনি ও তার পরিবারের সকলে ছয়ের দশকের গোড়ায় এপার বাংলায় আসেন। তাঁরা ছিলেন পিছরাখালের বাসিন্দা। আইয়ুব খানের শাসনকালে সংখ্যালঘু হিন্দুরা দেশত্যাগ নিশ্চিত বলে মনে করে। তখন সেখানে চাল সংকট , খাদ্যাভাব। আটান্ন সালে সাত টাকা কাঠিচাল বিক্রি হতে লাগলো চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায়। তখন সম্পন্ন তাঁদের পরিবারের ভগ্নদশা। তালুকদারি নেই। বিষয় আশয় বিক্রি করে সংসার চলছে। দেশে দুর্ভিক্ষ। হাভাতে মানুষ ভাতের আশায় তাঁদের বাড়ির লঙ্গরখানায় ভিড় জমাচ্ছে। আমেরিকা রিলিফের টন টন চাল পাঠাচ্ছে। কিন্তু সবজি, তেল , মশলা কোথায়, লেখকের স্মৃতিতে জানা যায় , তাঁর মা পাকশালার হাল ধরে এত মানুষের জন্য ব্যঞ্জন তৈরি করছেন। মার্কিন চালের ভাতের সঙ্গে খারকোল বাটা, খেসারির বড়া, শাপলা চচ্চড়ি, শাপলা ঘন্ট, চাডকাডা শাক, আক্রা ডগার ঝোল, সজনে ফুলে পাতরি, মালঞ্চ শাক, গিমা বেগুন , তেলাকুচোর ডাঁটার সঙ্গে মুগ ডালের ছেঁচকি, লাউ বা ছাচি কুমড়োর খোলা ভাজা এবং আরও অনন্ত পদ যেন আদৌ খাপ খায়না।এই কারনে ভোক্তারা এই সাহেবি চালকে চাল বলে যেন ভাবতেই পারেনা। ভোক্তারা সবাই বলে , "ক্যামনতারা য্যন ঠেহি, রবাট , রবাট। চিবাই ঠিকই। ভাত বলইয়া মালুম অয় না। সোয়াদ কইতে যেন কিচ্ছু নাই।" এখানের নানা সুস্বাদু চালের স্বাদ এবং ঘ্রাণ, এইসব বিভিন্ন অনুষঙ্গ যাদের জিভে, নাকে এবং মস্তিকে গ্রথিত আছে, তারা কি এই মার্কিনি রবাট চালের সোয়াদে তুষ্ট হতে পারে?

বুদ্ধদেব বসু বলে লিখেছিলেন , মৎস্যকুলরাজ মহান ইলিশ- সে এক দেহে এতটা প্রতিভা ধারণ করে যে, শুধু তাকে দিয়েই তৈরি হতে পারে পঞ্চপদী নানা স্বাদযুক্ত ভোজনের মত ভোজন --- যদি অবশ্য ভাগ্যে জোটে যথাযোগ্য রন্ধনকারী বা কারিণী। আরম্ভে এলো মুড়োর সঙ্গে স্নিগ্ধ লাউ, তারপর ঝরতি পড়তি কাঁটা দিয়ে রাঁধা ঘন মুগডাল, সঙ্গে কালচে ব্রাউন কড়কড়ে করে ভাজা গল কাঁটা। তৃতীয় দফায় কাঁচা কুমড়ো কালোজিরে ছিটানো পাতলা ঝোল --- কুমড়ো , মাছ দুটোই থাকবে অনতি পক্ক। আর বাঙাল ভাষায় যাকে বলে "লুকা" সেই বস্তুও যেন সমাদৃত হয় --- কেননা ইলিশই একমাত্র মাছ যার যকৃৎটিও উপাদেয়। চার নম্বরে এলো সর্ষপমন্ডিত তপ্ত বাষ্পাকুল ভাতে অথবা কলাপাতায় মোড়া পাতুরি।আর সবশেষে, জিভ জুড়োবার জন্য চিনি মেশানো পাতিলেবুর একটা ঠান্ডা অম্বল --- যাতে বিন্দুবিন্দু কালোজিরা আর দু-একটা কাঁচালঙ্কার সঙ্গে ইলিশের ওঁচা অংশ ল্যাজার দিকটা ভাসমান --- রান্নার গুনে সেই অধমও এখন উত্তম।

কিন্তু সে সব অতীতের কথা। সেই জগৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় কেটে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পর অখন্ড ভারতকে দ্বিখন্ডিত করার পর, বাস্তু থেকে হিন্দুদের খেদিয়ে দেবার , বুদ্ধিজীবীদের কথায় ভূগোল বিপ্লবের পরে এতদূর বিধ্বস্ত হয়েছিল বৃদ্ধদের আয়ু ফোরালে তার বিলুপ্তি অবধারিত বলে ধরা হত, এবং এখনো হয়। কথাটা সত্যি বাস্তুচ্যুত হবার ফলে সেইসব ফেলে আসা রন্ধন শৈলী এখন স্মৃতিকথা। সত্তা জুড়ে তার জন্য বেদনা। নির্গলিত বেদনাশ্রু নিয়ে কলোনির ঘরে মা দিদিমারা অসহায় ভাবে ভাত, ভাতে ভাত, যাহোক দুটো রেঁধে খাদ্যের যোগান দিয়েছিলেন।

চারধারে কী দেখছিস?
ছেলেকে ঠেলা দিল ভূষণ-
জলা-জংলার দেশ, দেখবার
আছে কী!
একটা কানা পুকুর
একটা ছেঁচা বাঁশের ভাঙা ঘর
একটা একফসলী মাঠ
একটা ঘাসী নৌকো-
আসল জিনিস দেখবি তো চল
ওপারে,
আমাদের নিজের দেশে,
নতুন দেশে,
নতুন দেশের নতুন
জিনিষ-মানুষ নয়, জিনিস-
সে জিনিসের নাম কী?
নতুন জিনিসের নতুন
নাম-উদ্বাস্তু।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

15-03-26.pmd 1 14-03-2026, 23:59

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মহারানী তুলসীবতী অ্যালমনি'র উদ্যোগে আদরিনী চা বাগানের মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে শাড়ি, বেড কভার, রান্নার সামগ্রী, নগদ অর্থ ও খাবার বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি পাঁচজন মহিলা শ্রমিককে স্বনির্ভর নারী হিসেবে সম্মানিত করা হয়েছে। নারী দিবস সম্পর্কে জানতে চাইলে শ্রমিকরা সরল হাসিতে জানান, এ বিষয়ে তারা তেমন জানেন না, তবে আশা প্রকাশ করেন আগামী বছরও যেন অ্যালমনি সদস্যরা আবার আসেন। বিষয়টি জানান অ্যালমনির সম্পাদিকা চন্দ্রা রায়।

শিলচরে ২৩,৫৫০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

শিলচর, ১৪ মার্চ ২০২৬: আসামের বরাক উপত্যকার উন্নয়নে বড়সড় উদ্যোগ হিসেবে প্রায় ২৩,৫৫০ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার শিলচরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পগুলির সূচনা করে তিনি বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারত এখন ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'-র কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এবং এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সংযোগের সেতু হিসেবে গড়ে উঠছে।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বরাক উপত্যকা তার সংস্কৃতি, ভাষা ও বৈচিত্র্যের জন্য সুপরিচিত। শিলচরকে এই উপত্যকার প্রবেশদ্বার হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখানে বাঙালি, অসমিয়া ও বিভিন্ন জনজাতির ঐতিহ্য পারস্পরিক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। তাঁর কথায়, বরাক উপত্যকার এই বৈচিত্র্যই এখানকার সবচেয়ে বড় শক্তি, যা মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও সুদৃঢ় করে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, আজ উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সড়ক, রেল ও শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বরাক উপত্যকা উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে এবং স্থানীয় যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

তিনি বলেন, প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য শিলং-শিলচর হাই-স্পিড করিডরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন আজকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই নিয়ন্ত্রিত প্রবেশপথযুক্ত করিডরটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রথম এবং এটি শিলচরকে মিজোরাম, মণিপুর ও ত্রিপুরার সঙ্গে সংযুক্ত করবে। ভবিষ্যতে এই সংযোগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারের সঙ্গেও বাণিজ্যিক যোগাযোগকে আরও জোরদার করবে বলে তিনি জানান।

শিলচর শহরের যানজট সমস্যার সমাধানে নতুন ফ্লাইওভার নির্মাণের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই অবকাঠামো উন্নয়ন শিলচর মেডিকেল কলেজ, এনআইটি ও আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে বিশেষ সুবিধা এনে দেবে। পাশাপাশি আসামের রেল নেটওয়ার্কের ২,৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি অংশের বৈদ্যুতিকরণ দ্রুত ও পরিবেশবান্ধব রেল যোগাযোগ নিশ্চিত করবে।

কৃষি ও চা-বাগান শ্রমিকদের অবদানের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, 'পিএম-কিষাণ সম্মান নিধি' প্রকল্পের আওতায় আসামের কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ সরাসরি হস্তান্তর করা হয়েছে। সম্প্রতি বরাক উপত্যকার বহু কৃষকও এই আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন বলে তিনি জানান।

পাথারকান্দিতে প্রথম কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর মতে, এর ফলে বরাক উপত্যকা ভবিষ্যতে কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে এবং স্থানীয় যুবকদের কৃষিভিত্তিক স্টার্টআপ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোকে এখন 'দেশের প্রথম গ্রাম' হিসেবে বিবেচনা করে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম'-এর মাধ্যমে সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিতে অবকাঠামো উন্নয়ন ও জীবিকার সুযোগ বাড়ানোর কাজ চলছে।

চা-বাগান পরিবারের হাতে জমির অধিকার তুলে দেওয়ার জন্য আসাম সরকারের পদক্ষেপের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতে বহু প্রজন্মের শ্রমিক পরিবারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে এবং তারা কেন্দ্রীয় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারবেন।

তিনি বলেন, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য পরিষেবাএই তিনটি ক্ষেত্রকে সামনে রেখে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়ন কৌশল গড়ে তোলা হয়েছে। আসাম দ্রুত একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে এবং রাজ্যে এইমসসহ একাধিক ক্যান্সার হাসপাতাল গড়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, আসামের যুবসমাজের সামনে সেমিকন্ডাক্টর ও আধুনিক প্রযুক্তি খাতে নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তাঁর মতে, শান্তি ও উন্নয়নের এই পথকে রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যে কোনও পশ্চাৎমুখী শক্তির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে।

বিশ্বব্যাপী সংঘাত ও সংকটের সময়েও দেশের নাগরিকদের ওপর প্রভাব কম রাখতে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের প্রকল্পগুলি বরাক উপত্যকার উন্নয়নের নতুন যুগের সূচনা করবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চল উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান উন্নয়নকেন্দ্রে পরিণত হবে।

বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটেও ভারতে পেট্রোলের দামে পরিবর্তন নেই: বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ: বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে তীব্র অস্থিরতার মধ্যেও ভারতে পেট্রোলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি বলে দাবি করল বিজেপি। শনিবার দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৯৪.৭৭ টাকাতেই স্থির রয়েছে।

বিজেপির দাবি, যুক্তরাষ্ট্র—ইরান সংঘাত ঘিরে তৈরি হওয়া বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে পরিস্থিতি দক্ষতার সঙ্গে সামলানো সম্ভব হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ করা এক পোস্টে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারি বলেন, 'বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ভারতে পেট্রোলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। জি---২০ দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতেই এই স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে।''

বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধী সরকারের এই সাফল্য মেনে নিতে পারছে না। তাঁর কথায়, ''প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে ভারত বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের মধ্যেও সাধারণ মানুষের উপর সবচেয়ে কম প্রভাব ফেলেই পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছেএই বিষয়টি কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধী মেনে নিতে পারছে না।''

ভান্ডারি এক তুলনামূলক তথ্যও প্রকাশ করেন। সেই তথ্য অনুযায়ী, একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলের দাম প্রায় ২২ শতাংশ, চীনে ১১ শতাংশ, জার্মানিতে ১৫ শতাংশ এবং জাপানে প্রায় ৮ শতাংশ বেড়েছে।

উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের বিভিন্ন স্থাপনায় আঘাত হানার পর মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা চরমে ওঠে। ওই হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেই নিহত হন বলে খবর। এর জেরে বৈশ্বিক তেল বাজারে বড় ধরনের ধাক্কা লাগে।

বিশেষত হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। বিশ্বের মোট দৈনিক তেল সরবরাহের প্রায় ২০ শতাংশ এই গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। সংঘাতের জেরে ওই প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

ইরান ওই এলাকায় জাহাজ চলাচলে কড়াকড়ি আরোপ করার পাশাপাশি তেলবাহী ট্যাঙ্কার ও জ্বালানি অবকাঠামোতেও হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরাক ও কুয়েতের মতো তেল উৎপাদক দেশগুলির উৎপাদন ও রপ্তানিতেও প্রভাব পড়েছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই ইরান ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজগুলিকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদে চলাচলের অনুমতি দিয়েছে। শুক্রবার একটি এলপিজি ট্যাঙ্কার ওই প্রণালী পেরিয়ে ভারতে পৌঁছেছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ভারত ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগও জোরদার হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির মধ্যে একাধিকবার ফোনে আলোচনা হয়েছে। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গেও ফোনে কথা বলে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ করা পোস্টে সংঘাতের ফলে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, পশ্চিম এশিয়ায় থাকা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

তিনি আরও জানান, বৈশ্বিক বাণিজ্য পথ দিয়ে পণ্য ও জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দীর্ঘমেয়াদি বিঘ্ন ভারতের অর্থনীতি এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে।

এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ নিশ্চিত করা কেন্দ্রের দায়িত্ব: সিদ্দারামাইয়া

বাগালকোট (কর্নাটক), ১৪ মার্চ: এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ নিয়ে চলা বিতর্কের মাঝে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, সিলিন্ডারের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা কেন্দ্র সরকারের দায়িত্ব।

শনিবার বাগালকোটের নবানগর হেলিপ্যাডে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্র থেকে সিলিন্ডার সরবরাহ করা হলে রাজ্য সরকার তা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করবে। তিনি আরও বলেন, এই বিষয়ে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই দুটি বৈঠক করেছেন এবং সঙ্কট এড়াতে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে চিঠিও পাঠিয়েছেন।

এদিন বাগালকোটে একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রয়াত নেতা এইচ.ওয়াই.মেটি-র স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাঁর উদ্যোগ ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই এই মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে।

খুব শিগগিরই বাগালকোট বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রসঙ্গে বিজেপির অভিযোগ, আসন্ন উপনির্বাচনকে সামনে রেখেই মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সিদ্দারামাইয়া প্রশ্ন তোলেন, চার বছর ক্ষমতায় থাকার পরও বিজেপি কেন মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়নি। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই টেন্ডার ডাকা হয়েছে এবং একটি সংস্থাকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাই কাজ শুরুর জন্যই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

উত্তর কৃষ্ণা প্রকল্পে বাজেটে কোনও বরাদ্দ নেইবিরোধীদের এই অভিযোগের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ শনিবার থেকেই শুরু হবে। তিনি জানান, আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে সব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে।

রাজ্যে ই-স্বত্ত্ব ব্যবস্থার সমস্যার বিষয়েও তিনি বলেন, খুব শিগগিরই এই সমস্যার সমাধান করা হবে।

বাগালকোট এবং দাভানাগেরে দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচনের বিষয়টি দলীয় হাইকম্যান্ড ঠিক করবে বলেও জানান তিনি। প্রয়াত এইচ.ওয়াই. মেটির পরিবারের কেউ প্রার্থী হতে পারেন কি নাএই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তাঁরাও সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন।

তিনি আরও জানান, এক সপ্তাহের মধ্যেই উপনির্বাচনের ঘোষণা হতে পারে এবং দল উপনির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

ভারতের পরিষেবা রপ্তানি জিডিপির ১০ শতাংশে পৌঁছেছে বাণিজ্য চুক্তিতে নতুন সুযোগ

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ: ভারতের পরিষেবা রপ্তানি চলতি অর্থবর্ষ ২০২৫—২৬-এ শক্তিশালী গতিতে এগিয়ে চলেছে। বৈশ্বিক বাজারে ভারতীয় পরিষেবার ধারাবাহিক চাহিদার জেরে এপ্রিল-জানুয়ারি সময়ে পরিষেবা রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৩৪৮.৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে বলে শনিবার প্রকাশিত এক সরকারি তথ্যপত্রে জানানো হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে ভারতের মোট জিডিপির গড়ে প্রায় ৯.৭ শতাংশ এসেছে পরিষেবা রপ্তানি থেকে। মহামারির আগের সময়ে যেখানে এই হার ছিল প্রায় ৭.৪ শতাংশ।

সরকারি তথ্যপত্রে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে এই অবদান আরও বেড়ে জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশে পৌঁছেছে। এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে পরিষেবা খাতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা স্পষ্ট হয়েছে।

পরিষেবা খাত কর্মসংস্থান তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে দেশে মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৩০ শতাংশই এই খাত থেকে আসে। গত ছয় বছরে এই খাতে প্রায় ৪ কোটি নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে কোভিড-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের সময়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের পরিষেবা রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে উঠে এসেছে।

পরিষেবা খাতে বিদেশি বিনিয়োগও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে মোট বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (এফডিআই) গড়ে প্রায় ৮০.২ শতাংশ এসেছে পরিষেবা খাতে, যা মহামারির আগে ছিল প্রায় ৭৭.৭ শতাংশ।

এই বিনিয়োগের বড় অংশ এসেছে তথ্য ও যোগাযোগ পরিষেবা (২৫.৮ শতাংশ) এবং পেশাদার পরিষেবা খাতে (২৩.৮ শতাংশ), যা ডিজিটাল ও জ্ঞানভিত্তিক পরিষেবায় ভারতের শক্তিকে তুলে ধরে।

এছাড়া, ভারতের বিস্তৃত বাণিজ্য চুক্তির নেটওয়ার্কও পরিষেবা খাতের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় পেশাদারদের বৈশ্বিক চলাচল সহজ হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা দেওয়ার নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''দক্ষ মানবসম্পদ, প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বএই তিনের সমন্বয়ে ভারতের পরিষেবা খাত ভবিষ্যতে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে দেশের বৃদ্ধির গল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।''

কানশিরামকে ঘিরে কংগ্রেসকে 'দলিত-বিরোধী' বলে আক্রমণ মায়াবতীর

লখনউ, ১৪ মার্চ: বহুজান সমাজ পার্টি (বিএসপি) প্রধান মায়াবতী শনিবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিযোগ করেন, দলিত নেতা কাঁশি রাম-এর নাম রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস, যদিও তাদের মনোভাব দীর্ঘদিন ধরেই ''দলিত-বিরোধী''।

এই মন্তব্য আসে একদিন পর, যখন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু আজ বেঁচে থাকলে কানশিরাম উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন।

লখনউয়ের ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউট-এ কানশিরামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত 'সমাজিক পরিবর্তন দিবস' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন রাহুল গান্ধী। অনুষ্ঠানে কানশিরামকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন দেওয়ার দাবিতে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

এর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মায়াবতী কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং দলটির অতীত ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ''কংগ্রেস দীর্ঘদিন কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকলেও দলিতদের মসিহা এবং ভারতের সংবিধানের প্রধান স্থপতি বি.আর. আম্বেদকর-কে যথাযোগ্য সম্মান দেয়নি, এমনকি তাঁকে ভারতরত্নও দেওয়া হয়নি। তাহলে এখন কীভাবে তারা শ্রদ্ধেয় কানশিরামজিকে এই সম্মান দেওয়ার কথা বলছে?''

বিএসপি প্রধান আরও অভিযোগ করেন, কানশিরামের মৃত্যুর সময়ও কংগ্রেস যথাযথ সম্মান দেখায়নি। তাঁর দাবি, সেই সময় কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার একদিনের জন্যও জাতীয় শোক ঘোষণা করেনি এবং উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন সমাজবাদী পার্টি সরকারও কোনও রাজ্য শোক ঘোষণা করেনি।

মায়াবতী আরও বলেন, দলিত সমাজের নামে গড়ে ওঠা বহু সংগঠন ও রাজনৈতিক দল অন্য দলের প্রভাবে পড়ে কানশিরামের নাম রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে।

পাকিস্তানি ড্রোন ভারতের আকাশসীমায় জম্মু—কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান

জম্মু, ১৪ মার্চ: পাকিস্তানের একটি ড্রোন আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের আকাশসীমায় ঢুকে পড়ার পর জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় শনিবার ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

অধিকারিকরা জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে রামগড় সেক্টরের কন্দরাল, আবতাল ও বহাদুরপুর গ্রামের আকাশে কয়েক মিনিটের জন্য শত্রুপক্ষের ড্রোনের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়।

এক কর্মকর্তা বলেন, ''পাকিস্তানি ড্রোন আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করার পরই সাম্বা জেলার একাধিক সীমান্তবর্তী গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।''

তিনি আরও জানান, ড্রোনটি থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ বা মাদকদ্রব্য ফেলা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে রাতভর এলাকা কড়া নজরদারিতে রাখা হয় এবং শনিবার ভোরে অভিযান শুরু করা হয়।

উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরে প্রায় ৭৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) এবং প্রায় ২৪০ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। এলওসি-র নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে ভারতীয় সেনা, আর আন্তর্জাতিক সীমান্তে মোতায়েন রয়েছে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ)।

এলওসি কুপওয়ারা, বান্দিপোরা, বারামুল্লা, পুঞ্চ ও রাজৌরি জেলায় বিস্তৃত, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে সাম্বা, কাঠুয়া ও জম্মু জেলায়।

ভারতীয় সেনা ও বিএসএফ সীমান্তে অনুপ্রবেশ, মাদক পাচার এবং ড্রোনের মাধ্যমে অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহের মতো কার্যকলাপ ঠেকাতে সর্বক্ষণ সতর্ক রয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর মদতে জঙ্গি সংগঠনগুলি প্রায়ই ড্রোন ব্যবহার করে অস্ত্র, গোলাবারুদ, মাদক ও নগদ অর্থ সীমান্ত পেরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে। পরে জঙ্গিদের 'ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার' (ওজিডব্লিউ)রা সেই সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ব্যবহার করে।

তবে সেনা ও বিএসএফ সীমান্তজুড়ে উন্নত অ্যান্টি-ড্রোন প্রযুক্তি বসানোর পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে ড্রোন অনুপ্রবেশের ঘটনা অনেকটাই কমেছে বলে নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে।

বাধারঘাট স্টেডিয়ামে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স টুর্নামেন্টের শুরু হচ্ছে। তারই উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অপমান মানে গোটা আদিবাসী সমাজকে অপমান: মোদি

কলকাতা, ১৪ মার্চ: সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা আসলে গোটা দেশের আদিবাসী সমাজকে অপমান করার সামিলএমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'-র সমাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে আদিবাসী সমাজ তাদের ন্যায্য উন্নয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ''তারা সবসময়ই আদিবাসীদের হেনস্থা ও অপমান করেছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাম্প্রতিক সফরে যা করা হয়েছে, তা সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে,'' বলেন তিনি।

মোদি আরও দাবি করেন, আদিবাসী পরিবার থেকে উঠে এসে দ্রৌপদী মুর্মু দেশের রাষ্ট্রপতি হওয়াটা তৃণমূল কংগ্রেস মেনে নিতে পারছে না। ''এই পুরো ঘটনায় রাষ্ট্রপতি খুবই দুঃখ পেয়েছেন,'' বলেন তিনি।

গত সপ্তাহে দার্জিলিং জেলায় আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে প্রোটোকল লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। প্রথমে আয়োজকদের নির্ধারিত ফাঁসিদেওয়া এলাকার স্থানের অনুমতি দেয়নি পুলিশ এবং তার পরিবর্তে গোঁসাইপুরে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি স্থান বরাদ্দ করা হয়।এছাড়াও অভিযোগ ওঠে, রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা রাজ্য মন্ত্রিসভার কোনও সদস্য উপস্থিত ছিলেন না, যা প্রোটোকল ভঙ্গ হিসেবে সমালোচিত হয়। রাষ্ট্রপতিও এ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, রাষ্ট্রপতি বিজেপির হাতেই খেলছেন।এদিন ব্রিগেডের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদি, নাম না করেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, ''কেউ কি সাংবিধানিক পদে থেকে এমন মন্তব্য করতে পারেন যে কোনও একটি সম্প্রদায় একজোট হলে সমস্যা হবে? এর অর্থ দাঁড়ায় একটি বিশেষ সম্প্রদায় অন্যদের ধ্বংস করবেএমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।''প্রধানমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গকে অনিরাপদ করে তুলেছে এবং ভয় দেখানো তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কথায়, ''যারা তৃণমূলকে ভোট দেয় না, তাদের বাঙালি বলা হয় নাএমন কথাও বলা হচ্ছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বয়স বাড়লেও কিছু মানুষ কীভাবে সুস্থ থাকে

অনিক রায়

প্রবাদে আছে, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে! কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে কী হয়? আমরা সাধারণত ভাবি, বয়স বাড়া মানেই শরীরে রোগব্যাধি বাসা বাঁধা, হাঁটুতে ব্যথা ও স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া। কিন্তু নতুন এক গবেষণা বলছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা! আপনার বয়স বাড়ার পর শরীর ও মস্তিষ্কের অবস্থা কেমন হবে, তার অনেকটাই নির্ভর করে আপনি বুড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে নিজের মনে কীভাবে নিচ্ছেন, ঠিক তার ওপর!

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটির সামাজিকবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বেকা লেভি এবং তাঁর দল একটি চমকপ্রদ গবেষণা প্রকাশ করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব বয়স্ক মানুষ নিজেদের বয়স বাড়ার বিষয়টিকে ইতিবাচক বা সহজভাবে মেনে নেন, তাঁদের হাঁটার গতি এবং চিন্তা করার ক্ষমতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়!

যাঁরা নিজেদের বয়স বাড়ার বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে নেন, তাঁদের চিন্তা করার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়!ছবি: মিডজার্নির সাহায্যে তৈরি

অন্যদিকে, যাঁরা বয়স বাড়ার ভয়ে সব সময় নেতিবাচক চিন্তায় ভোগেন, তাঁদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা খুব দ্রুত কমতে থাকে। মানে আমাদের মনের বিশ্বাস আমাদের শরীরের বায়োলজির ওপর রীতিমতো জাদুকরী প্রভাব ফেলতে পারে!

বিজ্ঞান সাময়িকী জেরিয়াট্রিকস-এ প্রকাশিত এই বিশাল গবেষণায় ৬৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী ১১ হাজারেরও বেশি মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। টানা ১২ বছর ধরে তাঁদের ওপর এই গবেষণা চালানো হয়। ফলাফল ছিল অবাক করার মতো! গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব বয়স্ক মানুষ নিজেদের বয়স বাড়ার বিষয়টিকে ইতিবাচক বা সহজভাবে মেনে নেন, তাঁদের হাঁটার গতি এবং চিন্তা করার ক্ষমতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়!

গবেষণায় অংশ নেওয়া ৪৫ শতাংশ মানুষেরই চিন্তাশক্তির মাত্রা এবং হাঁটার গতি আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে! আরও অনেকের ক্ষেত্রে এই ১২ বছরে মানসিক সক্ষমতার কোনো অবনতিই হয়নি। বিজ্ঞানীরা যখন সবার ডেটা একসঙ্গে গড় করে হিসাব করেন, তখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সক্ষমতা কমার একটি স্বাভাবিক চিত্র চোখে পড়ে ঠিকই, কিন্তু যখন আলাদা আলাদা মানুষের ব্যক্তিগত হিসাব করা হয়, তখন দেখা যায় সবার ক্ষেত্রে এই অবনতির তত্ত্ব মোটেও খাটছে না! বয়স নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা আলঝেইমারস রোগের মতো মারাত্মক সমস্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারেছবি: মিডজার্নির সাহায্যে তৈরি অধ্যাপক বেকা লেভি এর আগেও তাঁর এক গবেষণায় দেখিয়েছিলেন, বয়স নিয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের স্মৃতিশক্তি হারানো, ঘুমের সমস্যা, হৃদ্রোগ, এমনকি আলঝেইমারস রোগের মতো মারাত্মক সমস্যার ঝুঁকিও বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে।

তিনি বলেন, 'বেশির ভাগ মানুষই মনে করেন, বয়স বাড়া মানেই শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা একটানা কমতে থাকা এবং এটি ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। কিন্তু আমরা দেখেছি, শেষ বয়সে এসেও স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়াটা কোনো বিরল ঘটনা নয়। বরং এটি খুব সাধারণ একটি বিষয়। বয়সের এই বিষয়টিকে আমাদের বার্ধক্য প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক হিসাবের মধ্যেই ধরা উচিত।'

অধ্যাপক বেকা লেভি বলেন, 'বেশির ভাগ মানুষই মনে করেন, বয়স বাড়া মানেই শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা একটানা কমতে থাকা এবং এটি ঠেকানোর কোনো উপায় নেই।"

তিনি আরও জানান, যেহেতু বয়স নিয়ে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি চাইলেই পরিবর্তন করা সম্ভব, তাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে এটি নিয়ে কাজ করার বিশাল সুযোগ রয়েছে।

মন ভালো থাকলে এবং ইতিবাচক চিন্তা করলে জীবনের শেষ অধ্যায়টাও হয়ে উঠতে পারে দারুণ প্রাণবন্ত ও চমৎকার! মিডজার্নির সাহায্যে তৈরি অর্থাৎ, যাঁদের মন সব সময় তরুণ, তাঁদের শরীরও তরুণদের মতোই সতেজ থাকছে! তাই বয়স আসলেই কেবল একটি সংখ্যা। মন ভালো থাকলে, ইতিবাচক চিন্তা করলে এবং নিজের ওপর বিশ্বাস রাখলে জীবনের শেষ অধ্যায়টাও হয়ে উঠতে পারে দারুণ প্রাণবন্ত ও চমৎকার!

দাঁতের যত্ন না নিলে যা ঘটতে পারে

মানুষের ধারণা নিয়মিত দাঁত বা মুখ পরিষ্কার করা মানে নিছক দাঁতের সৌন্দর্য্য। কিন্তু দাঁতের যত্ন না নিলে একজন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, মুখের স্বাস্থ্য সরাসরি হার্টের সঙ্গে যুক্ত। হার্ট সুস্থ রাখতে শুধু ব্যায়াম বা ডায়েট নয়, মুখের স্বাস্থ্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়মিত দাঁত না মাজলে শুধু ক্যাভিটি নয়, ভবিষ্যতে হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'যখন মুখে প্ল্যাক বা ব্যাকটেরিয়া জমে থাকে, তখন তা মাড়িতে সংক্রমণ তৈরি করে। এই ব্যাকটেরিয়া সহজেই রক্তে ঢুকতে পারে। রক্তে প্রবেশের পর ব্যাকটেরিয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন তৈরি করে। দীর্ঘদিন এই প্রদাহ থাকলে ধমনীগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। দন্ত চিকিৎসকদের মতে, শুধু দাঁত মাজা যথেষ্ট নয়। দাঁতের ফাঁক বা মাড়ির নিচে জমে থাকা খাবার ও ব্যাকটেরিয়া দূর করার জন্য ফ্লস ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। ফ্লস না করলে অনেক জায়গা পরিষ্কার হয় না, যেখানে ব্যাকটেরিয়া জমে থেকে সমস্যা তৈরি করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের মাড়ির দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা রয়েছে, তাদের হার্টের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। কারণ মুখের ব্যাকটেরিয়া ধমনীর ভেতরে চর্বি জমা ও প্রদাহ বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে রক্ত চলাচলে বাধা আসে এবং হার্টের সমস্যা বাড়ে।

চিকিৎসকদের পরামর্শ, প্রতিদিন অন্তত দু'বার বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর আগে দাঁত মাজতে হবে। নিয়মিত ফ্লস বা ইন্টারডেন্টাল ব্রাশ ব্যবহার করুন।

অতিরিক্ত চিনি ও মিষ্টি খাবার কম খান। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য এড়িয়ে চলুন। ছয় মাসে একবার দন্ত চিকিৎসকের কাছে চেকআপ করান।

ক্যানসার প্রতিরোধে গাজরে গুণাগুণ

গবেষকরা বলছেন, গাজরে থাকা ক্যারোটিনয়েড ও ফলকারিনোল নামক উপাদান ক্যানসার সৃষ্টিকারী কোষের বিস্তার রোধ করতে সক্ষম। প্রোস্টেট, কোলন, ফুসফুস, পাকস্থলী এমনকি লিউকেমিয়ার ঝুঁকিও কমাতে পারে নিয়মিত গাজর খাওয়া। পাশাপাশি গাজরে থাকা ফাইবার, পটাসিয়াম ও অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে।

খাওয়ার পদ্ধতি

কাঁচা চিবিয়ে: এতে ভিটামিন সি, ফাইবার ও অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট অটুট থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যানসার প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্য্যকর কাঁচা গাজর খাওয়া।

হালকা সেদ্ধ বা রান্না করে: এতে বিটা-ক্যারোটিনের মাত্রা বাড়ে, যা শরীরে গিয়ে ভিটামিন-এ তে পরিণত হয়। তবে অতিরিক্ত রান্নায় পুষ্টি নষ্ট হতে পারে।

রস বানিয়ে: হৃদরোগীদের জন্য উপকারী হলেও এতে ফাইবার কমে যায়। তাই অল্প নারকেল তেল মিশিয়ে খেলে শরীরে সহজে বিটা-ক্যারোটিন শোষিত হয়।

পুষ্টিবিদদের মতে, সর্বোচ্চ সুফল পেতে গাজর সালাদে কাঁচা বা হালকা সেদ্ধ করে খাওয়া উত্তম। তবে শিশু ও বয়স্কদের জন্য সেদ্ধ গাজরই বেশি সহজপাচ্য। গাজর কেবল একটি সবজি নয় এটি একইসঙ্গে চোখ, হৃদপিণ্ড ও শরীরকে ক্যানসারের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত রাখার এক প্রাকৃতিক ওষুধ।

বেশি ক্ষণ ট্রেডমিল করে বুকে ব্যথা হচ্ছে জিম করার আগে ঠিকঠাক নিয়ম মানছেন তো?

ঝট করে ওজন কমাবেন বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ট্রেডমিলে দৌড়ন? কমবয়সি হোক বা পঞ্চাশোর্ধ, ট্রেডমিল করুন, ওয়েট ট্রেনিং বা কার্ডিয়ো যাই-ই করুন না কেন, ফিটনেস প্রশিক্ষকের পরামর্শ নিয়েই করা উচিত।

সাম্প্রতিক সময়ে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যেখানে ট্রেডমিল করতে করতেই হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে কোনও কোনও মানুষের। চিকিৎসকেরা বলছেন, আপনি রোজ নিয়ম করে জিম করছেন মানে এই নয় যে, আপনার শরীর খুব ভাল আছে। আপনার হার্ট দুর্বল কিনা, তা হয়তো আপনি নিজেই জানেন না। এর মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেডমিলে গতি বাড়িয়ে ছুটলে বা হাঁটলে হিতে বিপরীত হতে বাধ্য।

নিয়ম মেনে শরীরচর্চা করুন, মেদ ঝরুক ধীরে ধীরেই

১. প্রথমেই রক্তচাপ, হার্টের অবস্থা ও রক্তে শর্করার মাত্রা জেনে নিয়ে তবেই ওজন কমানোর জন্যে শরীরচর্চা শুরু করুন।

২. ট্রেডমিলে হাঁটতে বা ছুটতে গিয়ে বুক ধড়ফড় করলে বা শ্বাস নিতে কষ্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এ ক্ষেত্রে "ট্রেডমিল টেস্ট" করিয়ে নিলে ভাল হয়।

৩. খাওয়াদাওয়ার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। অনেকে ভাবেন, নিয়মিত শরীরচর্চা করলে, যা ইচ্ছে খাবার খাওয়া যায়। কিন্তু বেশি তেল জাতীয় বা মশলাদার খাবার বা প্রক্রিয়াজাত খাবার খেলে শরীরে ক্ষতি হতে পারে। কী ধরনের ডায়েট আপনার জন্য ভাল, তা পুষ্টিবিদের থেকে জেনে নেওয়া দরকার। কোনও "ফুড সাপ্লিমেন্ট" নেওয়ার আগেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৪. ৪০ বছর বয়সের পরে জিমে যাওয়া শুরু করলে আগে "লিপিড প্রোফাইল টেস্ট" করান। মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শমতো ওষুধ খান। একটা ইসিজি করিয়ে নিতেও পরামর্শ দিতে পারেন চিকিৎসক। তাতে হার্টের সমস্যা থাকলে ধরা পড়ে যেতে পারে। এই বিষয়গুলি করে চিকিৎসক যা বলবেন, সেই অনুযায়ী ট্রেডমিল করবেন অথবা করবেন না।

৫. জিমের প্রশিক্ষককে নিজের শারীরিক অবস্থা, অসুখবিসুখ, কী কী ওষুধ খান, তা সবিস্তারে জানান। আপনার শরীর বুঝেই তিনি ব্যায়াম দেবেন।

৬. শুধু শরীরচর্চা করে গেলেই হবে না। প্রত্যেক বছর এক বার অন্তত সব রকম মেডিক্যাল পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। শরীরে কোথাও কোনও রকম সমস্যা আছে কি না, তা দেখে নেওয়া প্রয়োজন। কারও কোনও ধমনীতে "ব্লকেজ" রয়েছে কি না, রক্ত জমাটের আশঙ্কা রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা না করলে জানা সম্ভব নয়। এমন থাকলে বলা বাহুল্য ট্রেডমিল করা ঠিক নয়।

৭) শুরুতেই দীর্ঘক্ষণ ব্যায়াম করা ঠিক নয়। ধীরে ধীরে ব্যায়ামের সময় বাড়াতে হবে। শরীরকে সময় দিতে হবে মানিয়ে নেওয়ার। সঙ্গে পর্যাপ্ত ঘুম ও পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়া জরুরি।

বলিরেখা পড়ার অন্যতম কারণ হল বালিশের ব্যবহার

একটা বয়সের পর ত্বকে বলিরেখা দেখা দেবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকেরই কম বয়সে মুখে বলিরেখা পড়তে থাকে। অনেক কিছু করেও সেই বলিরেখা আটকানো যায় না। পরিচর্যার অভাব কিন্তু এর পিছনে বড় কারণ। অথচ যাঁর সঙ্গে এমনটা হচ্ছে, তিনি বুঝে উঠতে পারেন না, ভুলটা ঠিক কোথায়। ত্বকে বলিরেখা পড়ার অন্যতম কারণ হল বালিশের ব্যবহার। শুনতে অবাক লাগলেও বিষয়টা কিন্তু সত্যি। যাঁরা বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমোন, তাঁদের ত্বকে বেশি মাত্রায় বলিরেখা পড়তে পারে, দ্রুত দেখা দিতে পারে বয়সের ছাপ। এমনই বলছেন চিকিৎসকেরা। কেন এমন হয়?

১) বালিশে মুখ গুঁজে শুলে, মুখের সে দিকে রক্তচাপ বাড়তে থাকে। সেই চাপেই মুখে বলিরেখা পড়তে পারে। যাঁরা মুখের কোনও একটি বিশেষ দিকে বেশির ভাগ সময় বালিশে রেখে ঘুমোন, সেই দিকে বয়সের ছাপ বেশি পড়তে থাকে, কমতে থাকে ঔজ্জ্বল্য। অন্য দিকের জেল্লা তুলনায় বেশি থাকে।

২) এ ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। বালিশে মুখ গুঁজে শুলে বা পাশ ফিরে শোয়ার সময়ে মুখের যে অংশটি বালিশের সংস্পর্শে থাকে, সেই অংশ ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে পারে। বালিশে থাকা ব্যাক্টিরিয়া মুখের ওই অংশে বাসা বাঁধতে পারে। এমন ক্ষেত্রেও মুখের ঔজ্জ্বল্য কমে যায়।

তবে উপায়? চিত হয়ে শোয়া কিন্তু ঘুমোনোর সবচেয়ে ভাল ভঙ্গি। বালিশ নিয়ে শুতে হলে এই ভঙ্গিতে শুলেই সবচেয়ে ভাল। এই ভঙ্গিতে শুলে ত্বকের সব গ্রন্থি ভাল মতো অক্সিজেন পায়। রক্তসঞ্চালনও ঠিক মতো হয়। এই ভাবে ঘুমোলে ত্বকে দাগছোপ পড়ে না। বালিশের তেল বা অন্যান্য ময়লাও ত্বকে লাগে না। ত্বকে চুলকানির ঝুঁকিও কম হয়। ফলে ত্বকের যত্ন নিতে হলে বালিশ নিয়ে শুতে হবে বুঝেশুনে।

টক জাতীয় খাবার দেখলে জিবে পানি আসে কেন

আসহাবিল ইয়ামিন

লেখাটির শিরোনাম পড়েই কিংবা ছবি দেখেই হয়তো অনেকের মুখে জল আসতে শুরু করেছে! কারও কারও চোয়ালে আবার হালকা টানও লাগতে পারে। আর টক খাওয়ার পর তো বেশ কিছুক্ষণ চোখমুখ কুঁচকে থাকতে হয়। টক স্বাদের প্রতি শরীরের এই প্রতিক্রিয়া সত্যিই মজার। এটি এমন এক অদ্ভুত অনুভূতি, যা শুধু টক খাওয়ার কথা চিন্তা করলেই শুরু হয়ে যায়। কিন্তু টক খাবার দেখলেই মুখে হুট করে লালা জমে কেন?

কারণ জানতে হলে আগে বুঝতে হবে কোনো খাবার কেন টক লাগে। সহজ কথায়, আমরা যখন কোনো অ্যাসিডযুক্ত খাবার খাই, তখনই সেটি আমাদের কাছে টক মনে হয়। লেবু, তেঁতুল, টক দই, ভিনেগার কিংবা টক স্বাদের ক্যান্ডি খেলে এমনটা হয়। এগুলোতে বিভিন্ন মাত্রায় অ্যাসিড থাকে বলেই আমাদের জিবে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার টক স্বাদ তৈরি করে।

বিভিন্ন টক ফলে ম্যালিক অ্যাসিড থাকে, যা জিবে বেশ কড়া টক স্বাদ তৈরি করে অ্যাসিড বা টক জাতীয় জিনিস আমাদের মুখ ও পাকস্থলীর নরম কোষগুলোর জন্য বেশ ক্ষতিকর হতে পারে। খেয়াল করেছেন কি, খুব বেশি টক ক্যান্ডি বা আম-তেঁতুল মাখা খেলে অনেক সময় জিবে পুড়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি হয়? বিশেষ করে বিভিন্ন টক ফলে ম্যালিক অ্যাসিড থাকে, যা জিবে বেশ কড়া টক স্বাদ তৈরি করে। তাই আমাদের শরীর যখনই কোনো অ্যাসিডযুক্ত বা টক খাবার দেখে কিংবা মস্তিষ্ক তা নিয়ে ভাবে, তখনই মস্তিষ্ক লালাগ্রন্থিগুলোকে একটি জরুরি সংকেত পাঠায়। ফলে মুখ দ্রুত লালা ও আর্দ্রতায় ভরে ওঠে। এটি হলো আমাদের শরীরের একটি আত্মরক্ষা পদ্ধতি। লালা সেই অ্যাসিডকে পাতলা করে তার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, যেন তা আমাদের মুখের ভেতরের নরম চামড়াকে পুড়িয়ে বা নষ্ট করে দিতে না পারে। আমাদের শরীর যখনই কোনো অ্যাসিডযুক্ত বা টক খাবার দেখে কিংবা মস্তিষ্ক তা নিয়ে ভাবে, তখনই মস্তিষ্ক লালাগ্রন্থিগুলোকে একটি জরুরি সংকেত পাঠায়। ফলে মুখ দ্রুত লালা ও আর্দ্রতায় ভরে ওঠে।

টক স্বাদের প্রতি এত ভালোবাসা কেন এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, অ্যাসিড বা টক কি তবে আমাদের জন্য খারাপ? না, সব সময় নয়। তবে এটা বেশ মজার ব্যাপার যে শরীর যে টক থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়, মানুষ সেই টক স্বাদই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে!

সারা বিশ্বের মানুষ কোনো না কোনোভাবে তাদের প্রতিদিনের খাবারে টক রাখার চেষ্টা করে। হোক সেটা টক আচার কিংবা কোনো ফলমূল। কিন্তু মানুষ কেন এই টক স্বাদকে এত পছন্দ করে? হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীববিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখক কেটি উ বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি জানান, আজ থেকে প্রায় ৬ থেকে ৭ কোটি বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা নিজেদের শরীরে ভিটামিন সি তৈরি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। অথচ আমাদের চারপাশের বেশির ভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণী কিন্তু এখনো নিজেদের শরীরে এটি তৈরি করতে পারে।

বেশির ভাগ টক জাতীয় খাবারেই প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। যেহেতু আমাদের শরীর নিজে থেকে ভিটামিন সি তৈরি করতে পারে না, তাই বেঁচে থাকার জন্য বাইরে থেকে এই ভিটামিন গ্রহণ করা আমাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। আর আমরা জানি, বেশির ভাগ টক জাতীয় খাবারেই প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, শরীরকে সুস্থ রাখতে ও ভিটামিন সির অভাব মেটাতেই হয়তো আমাদের মধ্যে টক স্বাদের প্রতি একধরনের জিনগত ভালোবাসা তৈরি হয়েছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীববিজ্ঞানী কেটি উ জানান, আজ থেকে প্রায় ৬ থেকে ৭ কোটি বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা নিজেদের শরীরে ভিটামিন সি তৈরি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল।

নির্দিষ্ট কোনো খাবার বা স্বাদের প্রতি আমাদের শরীরের এই যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া, মস্তিষ্ক সেটা সারা জীবন মনে রাখে। আমরা ঠিক কীভাবে কোনো জিনিসের স্বাদ অনুভব করি, সেই প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল। আর স্বাদের এই জটিল বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই রাঁধুনিরা রান্নায় নানা কারিশমা দেখান। তাঁদের তৈরি করা সেই স্বাদের ভারসাম্যই আমাদের জিবে অন্যরকম অনুভূতি তৈরি করে।

আমাদের জিহ্বায় থাকে অসংখ্য ছোট্ট টেস্ট বাড বা স্বাদগ্রন্থি। এগুলোর মাধ্যমেই বিশেষ কোনো খাবারের স্বাদ আমাদের স্মৃতিতে গেঁথে যায়। হয়তো বহু বছর পর কোনো টক আচারের স্বাদ নিলেন, আর হুট করে মনে পড়ে গেল শৈশবের পুরোনো কথা! স্বাদের এই স্মৃতি এতটাই শক্তিশালী যে কেবল টক খাবারের কথা ভাবলে কিংবা দেখলেই মুখে আবার জল চলে আসে।

ছেলেরা ত্বকের যত্ন নেবেন কী ভাবে?

পুরুষদের কাছে ত্বকের যত্ন নেওয়ার মানে হল মুখ ধোওয়া আর শীতকালে ময়েশ্চারাইজার মাখা। অনেকেই জানেন না, পুরুষদের ত্বক মহিলাদের চেয়ে বেশি তৈলাক্ত হয়। সারাদিন রোদে, ধুলোধোঁয়ার মধ্যে ঘুরে ছেলেদের ত্বকের দফারফা হয়ে যায়। মেয়েদের রূপচর্চা নিয়ে যতটা চর্চা হয়, ছেলেদের ততটা হয় না। আর ছেলেরাও ত্বকের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে খুব একটা মাথা ঘামান না। ফলে, একটা সময়ে গিয়ে দেখা যায়, ত্বক অকালেই বুড়িয়ে যাচ্ছে, দাগছোপ পড়ছে। ত্বক রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা হয়তো ভাববেন, ত্বকের যত্ন নিতে কি ধাপে ধাপে "স্কিন কেয়ার রুটিন" মেনে চলতে হবে?একেবারেই নয়। কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখলেই হবে। ছেলেরা কী ভাবে ত্বকের যত্ন নেবেন?

ক্লিনজিং- বাইরে বেরোলেই ত্বকে ধুলোবালি জমা হতে থাকে। ত্বকে সহজেই নোংরা জমে যায়। সেগুলি সঠিক ভাবে পরিষ্কার না করলেই ব্রণ, ফুসকুড়ির সমস্যা দেখা দেয়। তাই ছেলেরা দিনে দু'বার ফেসওয়াশ ব্যবহার করতে পারলে ভাল। বাইরে থেকে ফিরলে ভাল করে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নেবেন। ছেলেদের জন্য কী ধরনের ফেসওয়াশ জরুরি যা আগে জেনে নেবেন। এক্সফোলিয়েশন সপ্তাহে অন্তত তিন দিন এক্সফোলিয়েশন করা জরুরি। এক্সফোলিয়েশনে ত্বকের মরা কোষ দূর হয়। রন্ধ্রে জমে থাকা ময়লাও দূর হয়। ত্বক ভিতর থেকে সতেজ এবং জেল্লাদার হয়ে ওঠে। এর জন্য স্ক্রাবিং খুব জরুরি। ঘরোয়া উপাদান দিয়ে স্ক্রাব করে নিন।

ময়শ্চারাইজিং- ত্বকের ধরন যেমনই হোক, ময়েশ্চারাইজারের ব্যবহার নিয়মিত হওয়া জরুরি। ত্বক ভিতর থেকে কোমল, মসৃণ রাখতে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। তাই দিনে অন্তত এক বার হলেও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। তবে পুরুষদের ব্র্যান্ড দেখেই কিনুন।

সানস্ক্রিন- মেয়েরা রোদে বেরনোর সময় যতটা সানস্ক্রিন ব্যবহার করে, পুরুষরা ততটা করে না। বরং বলা যায়, বেশিরভাগ ছেলেরা সানস্ক্রিন ব্যবহারই করে না। সানস্ক্রিন সূর্যের অতিবেগনি রশ্মি থেকে ত্বক সুরক্ষিত রাখে। সহজে কালো দাগছোপ পড়ে না। তাই সানস্ক্রিনের ব্যাপারে খেয়াল রাখলে ভাল হয়। চোখের যত্ন- চোখের নীচের ত্বক তুলনায় পাতলা। তাই সহজেই এই ত্বক কুঁচকে যায়। ভিটামিন কে আছে এমন সিরাম ব্যবহার করুন ওই এলাকায়। তাতে ত্বকের ক্ষতি কম হবে।

লিপবাম- ঠোঁটের যত্ন বেশিরভাগ ছেলেরাই নেন না। ধূমপানের অভ্যাস যাদের আছে, তাদের ঠোঁটে খুব সহজেই কালো দাগ পড়ে যায়। তাই চেষ্টা করতে হবে ঠোঁটকে নরম ও আর্দ্র রাখার। লিপবামের ব্যবহার তাই খুব জরুরি।

বেশি করে জল খান- যত বেশি জল খাবেন, ত্বক তত সতেজ থাকবে। ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে বেশি করে জল খাওয়া জরুরি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দিনে কম করেও তিন থেকে সাড়ে তিন লিটার জল জরুরি। তবে ডায়াবিটিস বা অ্য অসুখ থাকলে, কতটা জল খাবেন তা চিকিৎসকের থেকে জেনে নেওয়াই ভাল।

পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীকে জাহাজ পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দিতে ডিব্রুগড়ে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স

গৌহাটি, ১৪ মার্চ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গৌহাটির পান্ডু বন্দরের সঙ্গে জাতীয় সড়ক-২৭ সংযোগকারী অত্যাধুনিক এলিভেটেড সড়ক করিডর জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। পাশাপাশি তিনি বিশ্বনাথ ঘাটে ক্রুজ টার্মিনালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ডিব্রুগড়ের বগিবিলে রিজিওনাল সেন্টার অব এক্সেলেন্স ও নিয়ামতিতে ক্রুজ টার্মিনালের ভূমিপূজন সম্পন্ন করেন। এই চারটি প্রকল্পে মোট ৫২৬ কোটি টাকার বিনিয়োগ করা হচ্ছে, যা ব্রহ্মপুত্র নদীর ন্যাশনাল ওয়াটারওয়ে-২ এ"র অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করবে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করছে বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রকের অধীনস্থ ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া। এ উপলক্ষে শুক্রবার গৌহাটিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, নিয়ামতি ঘাট ও বিশ্বনাথ ঘাটে আধুনিক ক্রুজ টার্মিনাল , এটি শুধু পরিকাঠামো প্রকল্প নয়, বরং অসমে পর্যটন ও স্থানীয় অর্থনীতিকে নতুন দিশা দেবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ব্রহ্মপুত্র নদীতে জল পর্যটনের সম্ভাবনা বাড়ানো হচ্ছে। তিনি জানান, ক্রুজ টার্মিনাল তৈরি হলে ব্রহ্মপুত্রে ক্রুজ পরিষেবা আরও সম্প্রসারিত হবে এবং দেশ-বিদেশের পর্যটকদের অসমে পৌঁছানো সহজ হবে। এর ফলে স্থানীয় যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে, শিল্পী ও হস্তশিল্পীদের নতুন বাজার মিলবে এবং ছোট ব্যবসায়ী, নৌকাচালক, হোটেল ও পরিবহন খাতের সঙ্গে যুক্ত মানুষের আয়ও বাড়বে। গৌহাটিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আসামের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী ড: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসাম আজ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নতুন ভবিষ্যৎ 'অষ্টলক্ষ্মী'র একটি উদাহরণ হয়ে উঠছে এবং এখানকার অগ্রগতি সমগ্র উত্তর-পূর্বকে নতুন গতি দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, উদ্বোধন ও সূচিত প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর উন্নত ও সংযুক্ত উত্তর-পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। তিনি বলেন, মোদীজি এমন কাজ করেছেন যা বহু দশকের শাসনেও সম্ভব হয়নিউত্তর-পূর্বকে সম্ভাবনার অঞ্চল থেকে অগ্রগতির অঞ্চলে রূপান্তরিত করেছেন।

১৮০ কোটি টাকায় নির্মিত পান্ডু বন্দর কমপ্লেক্স থেকে এনএইচ-২৭ পর্যন্ত এলিভেটেড সড়ক করিডরটি জলপথ ও জাতীয় সড়কের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ 'লাস্ট-মাইল' সংযোগের সমস্যা সমাধান করবে। গৌহাটির যানজট এড়িয়ে এই করিডর বন্দরের সঙ্গে দ্রুত সংযোগ নিশ্চিত করবে এবং লজিস্টিক ব্যয় কমাবে।

বিশ্বনাথ ঘাটে নির্মীয়মাণ ক্রুজ টার্মিনাল ব্রহ্মপুত্রে আধুনিক ক্রুজ অবকাঠামো গড়ে তোলার একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার অংশ। এটি যাত্রীসুবিধা বাড়াবে, ক্রুজ পর্যটনকে উৎসাহিত করবে এবং পর্যটন, আতিথেয়তা ও হস্তশিল্প খাতে স্থানীয় মানুষের জন্য নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করবে।ডিব্রুগড়ের বগিবিলে ১৮৮ কোটি টাকায় নির্মিতব্য রিজিওনাল সেন্টার অব এক্সিলেন্স উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম সামুদ্রিক দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র হবে। এখানে প্রতিবছর ৫, ০০০-এর বেশি শিক্ষার্থীকে জাহাজ পরিচালনা, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও মেরিটাইম লজিস্টিক্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি গবেষণা ও উন্নয়নের সুবিধাও থাকবে। নিয়ামতির ক্রুজ টার্মিনাল প্রকল্পও ব্রহ্মপুত্রের ক্রুজ পর্যটনকে শক্তিশালী করবে এবং সংগঠিত যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত করবে। বিশ্বনাথ ঘাট ও নিয়ামতির এই দুই ক্রুজ টার্মিনাল প্রকল্পে মোট ১৫৮ কোটি টাকার বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার মধ্যেও ভারতের অর্থনীতি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে: পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ (আইএএনএস): মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের প্রভাব স্বল্পমেয়াদে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিছুটা পড়তে পারে, তবে ভারতের অর্থনীতি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

শনিবার রাজধানীতে এক সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারতের অর্থনীতি স্থিতিশীল ও সক্ষম রয়েছে।

তিনি বলেন, "ভারত একটি স্থিতিস্থাপক দেশ এবং আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি খুবই শক্তিশালী। বিশ্বে যুদ্ধ পরিস্থিতি চললেও ভারতীয়রা চ্যালেঞ্জগুলো বুঝতে পারে এবং সরকারের সঙ্গে মিলেই এগিয়ে যেতে প্রস্তুত।"

মন্ত্রী আরও জানান, চলমান ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে স্বল্প সময়ের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিছুটা ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সেই ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এদিকে বৈশ্বিক উত্তেজনার মধ্যেও ভারতের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ইতিবাচক রয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে প্রায় ৭.৬ শতাংশ বৃদ্ধির পর আগামী অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনীতি ৭ শতাংশের বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল—এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪—২৫ অর্থবর্ষে ৬.৫ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির পর ২০২৫---২৬ অর্থবর্ষের প্রথম প্রান্তিকে ভারতের অর্থনীতি ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বের একাধিক বড় অর্থনীতি যখন নীতিগত অনিশ্চয়তা ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমাচ্ছে, তখন ভারত শক্তিশালী গতিতে এগিয়ে চলেছে।

আইএমএফ ভারতের অর্থনীতিকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বড় অর্থনীতি হিসেবে উল্লেখ করেছে। সংস্থার পূর্বাভাস অনুযায়ী, যেখানে চীন—এর প্রবৃদ্ধি প্রায় ৪.৮ শতাংশ হতে পারে, সেখানে ভারতের বাস্তব জিডিপি বৃদ্ধির হার পূর্ণ বছরে প্রায় ৬.৬ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।

এছাড়া আইএমএফের অনুমান অনুযায়ী, ২০২৬ সালে বৈশ্বিক বাস্তব জিডিপি বৃদ্ধির প্রায় ১৭ শতাংশ অবদান রাখবে ভারত, যা বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বড় অর্থনীতি হিসেবে দেশের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।

আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বিমান হামলার তীব্র নিন্দা ভারতের

নয়াদিল্লি/কাবুল, ১৪ মার্চ (আইএএনএস): আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিমান হামলার তীব্র নিন্দা জানাল ভারত। এই হামলায় একাধিক সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন এবং বেসামরিক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

শনিবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে পাকিস্তানের বিমান হামলার ফলে বহু সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু ও বেসামরিক অবকাঠামোর ধ্বংসের ঘটনা আমরা তীব্রভাবে নিন্দা করছি। এটি এমন একটি পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থার আরেকটি আগ্রাসী পদক্ষেপ, যারা একটি সার্বভৌম আফগানিস্তানের ধারণার বিরোধী।"তিনি আরও বলেন, "ভারত পুনরায় জোর দিয়ে বলছে যে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্পূর্ণভাবে সম্মান করা উচিত।"আফগানিস্তানের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শুক্রবার পাকিস্তানের বিমান হামলায় রাজধানী কাবুল-সহ একাধিক প্রদেশে বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

আফগান সরকারের উপ-মুখপাত্র হামদুল্লা ফিতরত জানান, কাবুলে পাকিস্তানের বিমান হামলায় অন্তত চারজন নিহত এবং ২৫ জনের বেশি আহত হয়েছেন।সরকারি সূত্রে জানা গেছে, কাবুল ছাড়াও কান্দাহার, পাকতিকা, খোস্ত এবং নানগারহার প্রদেশেও বৃহস্পতিবার রাত ও শুক্রবার পাকিস্তান বিমান হামলা চালায়। কান্দাহারে একটি তেল ডিপোকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, পাকিস্তানের হামলার জবাবে আফগান বাহিনী পাল্টা অভিযান চালিয়েছে। পাকিস্তানের কোহাট জেলায় পাকিস্তানি সেনার সামরিক ঘাঁটি এবং দুর্গকে লক্ষ্য করে আঘাত হানা হয়েছে।

আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতের পাকিস্তানি হামলার জবাবে শনিবার সকালে আফগান বিমানবাহিনী খাইবার পাখতুনখোয়া-এর কোহাট এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কৌশলগত সামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, তা দেওয়ালে ও মানুষের মনে লেখা রয়েছে: মোদি

কলকাতা, ১৪ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তন এখন অবশ্যম্ভাবী এবং তা রাজ্যের মানুষের মনে ও দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'-র সমাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ এখন বিজেপিকে ক্ষমতায় দেখতে চান এবং বাংলায় "জঙ্গলরাজ"-এর অবসান চান।

মোদি অভিযোগ করেন, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের সময়কার কুখ্যাত অপরাধীদের দলে টেনে নিয়ে নিজেদের শক্তি বাড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এর ফলে রাজ্যে দুর্নীতি, হিংসা এবং বিশেষ করে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ বেড়েছে। তাঁর অভিযোগ, অধিকাংশ অপরাধের পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও না কোনও নেতার জড়িত থাকার ঘটনা সামনে আসে।

তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কোনও অপরাধীই রেহাই পাবে না। "পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ওপর শাসক দলের অত্যাচার খুব শিগগিরই শেষ হবে। রাজ্যে শাসকের আইন নয়, আইনের শাসন চলবে," বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস বেআইনি অনুপ্রবেশকে উৎসাহ দিচ্ছে, যার ফলে রাজ্যের বহু জেলার সামাজিক ও জনসংখ্যাগত চিত্র বদলে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে নারীদের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে এবং তারাই তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক হওয়ায় ভোটার তালিকা পরিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করা হচ্ছে।মোদি আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য রাজ্যের মানুষের উন্নয়ন করা নয়, বরং অন্য কাউকেও কাজ করতে না দেওয়া। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

কলকাতায় আজ মোদির ব্রিগেড সমাবেশ বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'র সমাপ্তি

কলকাতা, ১৪ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার বিকেলে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড-এ বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার আয়োজিত একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেবেন। এদিনের এই সমাবেশের মধ্য দিয়েই রাজ্যে দলের 'পরিবর্তন যাত্রা'র সমাপ্তি ঘটবে। চলতি বছরের শেষের দিকে নির্ধারিত বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই কর্মসূচিকে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে বিজেপি।

জানা গেছে, ব্রিগেড ময়দানে প্রধানমন্ত্রী দুটি কর্মসূচিতে অংশ নেবেনএকটি প্রশাসনিক এবং অন্যটি রাজনৈতিক। এই দুটি কর্মসূচির জন্য পাশাপাশি দুটি আলাদা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। প্রশাসনিক অনুষ্ঠানের মঞ্চটি প্রধান মঞ্চের পিছনে তৈরি করা হয়েছে, সেখান থেকেই প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন।বিজেপির এক রাজ্য কমিটি সদস্য জানান, প্রশাসনিক কর্মসূচি শেষ করার পর প্রধানমন্ত্রী মূল মঞ্চে গিয়ে রাজনৈতিক ভাষণ দেবেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর এই দ্বৈত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই মধ্য কলকাতাজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সমাবেশস্থল ও সংলগ্ন এলাকাকে "নো-ফ্লাই জোন" ঘোষণা করা হয়েছে। ওই এলাকায় ড্রোন ওড়ানোও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। র‍্যালির নিরাপত্তার জন্য প্রায় ৩,০০০ নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। আশপাশের উঁচু ভবনগুলির ছাদেও নিরাপত্তা বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে গোটা এলাকা নিবিড়ভাবে নজরদারিতে রাখা যায়।

নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিভিন্ন জোনে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি জোনের দায়িত্বে রয়েছেন ডেপুটি কমিশনাররা। পুরো নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকি করবেন জয়েন্ট কমিশনার পদমর্যাদার এক আধিকারিক। এছাড়াও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তারাও রাস্তায় থাকবেন।

অন্যদিকে, শুক্রবার রাত থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার লাগিয়েছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। ওই পোস্টারগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বকেয়া অর্থ রাজ্য সরকারকে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কনভয় যে রাস্তাগুলি দিয়ে যাবে, সেসব জায়গায় বিশেষভাবে এই পোস্টার দেখা গিয়েছে। কিছু জায়গায় "গো ব্যাক মোদি" লেখা পোস্টারও লাগানো হয়েছে।এর পাশাপাশি বিজেপিও শহরজুড়ে সমাবেশের প্রচার পোস্টার এবং প্রধানমন্ত্রীর বড় কাটআউট লাগিয়েছে।

আরএইচএফএল জালিয়াতি মামলা: দ্বিতীয় দিনেও সিবিআইয়ের জেরা অনিল অম্বানির ছেলে জয় অনমলকে

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ: প্রায় ২২৮ কোটি টাকার রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড (আরএইচএফএল) জালিয়াতি মামলায় টানা দ্বিতীয় দিনও জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়লেন শিল্পপতি অনিল আম্বানি-র ছেলে জয় আনমোল আম্বানি। শনিবার তাঁকে কয়েক ঘণ্টা ধরে জেরা করে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)।

সূত্রের খবর, শনিবার সকাল প্রায় ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সিবিআই দফতরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই মামলায় আগেও শুক্রবার প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা ধরে তাঁকে জেরা করা হয়েছিল। পরে আরও প্রশ্নের জন্য শনিবার ফের হাজির হতে বলা হয়।

তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, এই মামলায় জয় অনমল অম্বানির পাশাপাশি আরএইচএফএল-এর প্রাক্তন সিইও ও প্রাক্তন হোলটাইম ডিরেক্টর রবীন্দ্র সুধালকর-সহ আরও কয়েকজনের নাম রয়েছে। যদিও এই বিষয়ে সংস্থার পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ৬ ডিসেম্বর এই মামলাটি দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তি ছিল ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র একটি অভিযোগ। অভিযোগ অনুযায়ী, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রায় ২২৮.০৬ কোটি টাকার ক্ষতি করা হয়েছে।

ব্যাঙ্ক সূত্রে জানা যায়, আরএইচএফএল-এর ঋণ অ্যাকাউন্টটি ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরে ২০২৪ সালের ১০ অক্টোবর সেটিকে জালিয়াতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

তদন্তে আরও জানা গেছে, আরএইচএফএল মোট ১৮টি ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনবিএফসি ও কর্পোরেট সংস্থা থেকে প্রায় ৫,৫৭২.৩৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। ২০২৫ সালের ৯ ডিসেম্বর মুম্বইয়ে আরএইচএফএল-এর দুটি অফিস এবং জয় অনমল অম্বানি ও রবীন্দ্র সুধালকারের বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই। তল্লাশিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে সিবিআই।

আগামী মাসে শুরু হবে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব নির্বাচন প্রক্রিয়া, এখনও পর্যন্ত পাঁচ প্রার্থী

নিউ ইয়র্ক, ১৪ মার্চ: বিশ্বের নানা সংকটের প্রেক্ষাপটে নতুন নেতৃত্ব বেছে নিতে আগামী মাসে শুরু হতে চলেছে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব নির্বাচনের প্রক্রিয়া। এখনও পর্যন্ত পাঁচজন প্রার্থী মনোনয়ন পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি অ্যানালেনা বেয়ারবক।

তিনি বলেন, নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত হবে এবং প্রতিটি প্রার্থী সমান সুযোগ পাবেন।

ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ২০ এপ্রিল থেকে প্রতিটি প্রার্থীকে তিন ঘণ্টার একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশনে অংশ নিতে হবে। সেখানে তারা রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরবেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন। এই আলোচনা সভায় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও অংশ নেবেন এবং পুরো অনুষ্ঠান অনলাইনে সম্প্রচার করা হবে।

গত বছর সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও তৎকালীন নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির পক্ষ থেকে প্রার্থীদের মনোনয়নের আহ্বান জানানো হয়েছিল। সেই সময় বিশেষভাবে মহিলা প্রার্থীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়, কারণ প্রায় ৮০ বছরের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত কোনও নারী রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব হননি।

এখন পর্যন্ত মনোনীত পাঁচ প্রার্থীর মধ্যে তিনজন নারী এবং দু'জন পুরুষ।

নারী প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন চিলির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মিশেল ব্যাচেলেট, যিনি একসময় রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারও ছিলেন। তাঁকে চিলি, ব্রাজিল ও মেক্সিকো মনোনয়ন দিয়েছে।

এছাড়া রয়েছেন কোস্টা রিকার প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার প্রধান রেবেকা গ্রিনস্প্যান। তৃতীয় নারী প্রার্থী হলেন আর্জেন্টিনার ভার্জিনিয়া গাম্বা, যিনি আগে শিশু ও সশস্ত্র সংঘাত বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন।

পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার প্রধান রাফায়েল গ্রোসি এবং সেনেগালের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ম্যাকি সল।

প্রার্থী মনোনয়নের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল। তার আগে আরও নতুন প্রার্থী সামনে আসতে পারেন।

যদিও সাধারণ পরিষদে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মহাসচিব নির্বাচিত হন, বাস্তবে সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। কারণ রাষ্ট্রসংঘ সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতেই সাধারণ পরিষদ মহাসচিব নিয়োগ করে। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের হাতে ভেটো ক্ষমতা রয়েছে।

বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস চলতি বছর তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ করবেন। তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নেতৃত্ব, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাষ্ট্রসংঘের সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন আনালেনা বেয়ারবক।

স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ছবি নিজস্ব।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 3 15-03-2026, 00:11

এডিসির ২৮ আসনেই লড়বে

● প্রথম পাতার পর

ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ দেশ এবং রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। আপনাদের মাধ্যমে এই এলাকার এবং মন্ডলের শক্তি বৃদ্ধি হবে। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিউ ইন্ডিয়া এবং আমাদের নতুন ত্রিপুরা তৈরি করার সাথী হতে যাচ্ছেন আপনারা।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, এতদিন আমরা কি ধরণের রাজনৈতিক পার্টি ত্রিপুরায় দেখেছি? এরআগে এডিসিতে অনেক সরকার ছিল। সবাই কিন্তু জনজাতি অংশের মানুষের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেছে। যদিও কাজের কাজ কিছুই করেনি। বর্তমানে যারা এডিসির ক্ষমতায় রয়েছে সেই তিপ্রা মথার অবস্থা সবই জানেন আপনারা। লুটপাট চলছে এখন। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি ত্রিপুরা সরকার, প্রধানমন্ত্রীর সরকার একটা স্বচ্ছতার সরকার। আগে আমরা দেখতাম যখনই কোন সরকার দিল্লিতে হতো সেখানে শুধু দুর্নীতি আর দুর্নীতির সরকার আমরা দেখেছি। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন ম্যা খুদ ভি নেহি খায়ুঙ্গা, অর দুসরে কো ভি খানে নেহি দুঙ্গা। ম্যা চৌকিদার হু। এমন একজন সুযোগ্য অভিভাবকের নেতৃত্বে এখন কেন্দ্রে সরকার চলছে। আর আমাদের রাজ্যেও চলছে। প্রায় ২০/২১টা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার চলছে এখন। মানুষ বুঝতে পারছেন যে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়া হবে না।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আগে ত্রিপুরায় গুন্ডাগিরির রাজনীতি আমরা দেখেছি। অথচ আজ আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার নিরিখে দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে নিচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। কিছুদিন আগে পরিসংখ্যানে অপরাধের দিক থেকে ২০ বছরের মধ্যে ৮.২ হয়েছে রাজ্য। এখন ত্রিপুরাকে সবাই সম্মানের নজরে দেখে থাকেন। সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে আমরা সঠিক দিশায় কাজ করছি। জিএসডিপি এবং মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসেবে ঘোষণা করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, থানসা থানসা বলে এতদিন একটা সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনীতি করা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। একটা শৃঙ্খলা নেই। উশৃঙ্খলতার মধ্যে রাজনীতি করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা বলছি এখানে থানসা মানে জাতি থাকবে, জনজাতি থাকবে, মণিপুরী থাকবে, সংখ্যালঘু থাকবে। সবাই মিলে আমরা ত্রিপুরাকে একটা সুন্দর ত্রিপুরা তৈরি করতে চাই। আর সেটাকেই বলে থানসা। আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশিত দিশায় সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস এর লক্ষ্যে সবার জন্য কাজ করছি। কারণ কাউকে ছাড়া কেউ কোনদিন চলতে পারে না।

যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সহ সভাপতি তথা এডিসি সদস্য বিমল চাকমা, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, যুব মোর্চার প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা, ধলাই জেলার সভাপতি পতিরাম রিয়াং, এডিসি সদস্য সঞ্জয় দাস, মন্ডল সভাপতি সঞ্জীব দেববর্মা সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিন সভায় প্রচুর সংখ্যায় জনজাতি অংশের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

গ্যাসের পাইপ লাইন ফেটে বিপত্তি,

● প্রথম পাতার পর

খাতিরে বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরা। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য গ্যাস সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ করে মেরামতির কাজ শুরু করেন।

এদিকে, বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলও নিয়ন্ত্রণ করা হয় বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ করার সময় যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। যদিও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজনীতিতে যুব সমাজের অংশগ্রহণ অপরিহার্য ঃ রতন

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই সমস্যাগুলি অনেকটাই কমেছে। তিনি আরও বলেন, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। তবে গণতন্ত্র শুধু ভোট দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; গণতন্ত্র মানে বিবেকের চর্চা, ভিন্ন মতকে সম্মান করা এবং সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর সাহস রাখা।

তিনি জানান আমাদের কাছে দেশই প্রথম। এটি স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, গৌতম বুদ্ধ এবং মহাত্মা গান্ধীর দেশ। আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি, কিন্তু কেউ যদি আমাদের দিকে আঙুল তোলে, তার জবাব কীভাবে দিতে হয় তা আমরা জানি, কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আগামী প্রজন্মই দেশকে নেতৃত্ব দেবে। উন্নয়ন শুধু জিডিপি বৃদ্ধি নয়; গ্রামের ছাত্রদের হাতে ল্যাপটপ তুলে দেওয়া, কৃষকদের আর্থিক স্থিতি নিশ্চিত করা এবং নারীদের সুরক্ষা দেওয়াও উন্নয়নের অংশ।

তিনি আরও বলেন, আজ ভারত বিশ্বমঞ্চে এক শক্তিশালী যুব জনসংখ্যার দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের প্রধান শক্তি হলো মানবসম্পদ, যা বিশ্বের অন্য কোথাও এত সমৃদ্ধ নয়। এটি আমাদের দেশের জন্য এক বড় আশীর্বাদ। তবে যুবসমাজকে নৈতিকতা, সততা, গবেষণামনস্কতা এবং মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। রাজনীতিতে সৎ ও শিক্ষিত মানুষের অংশগ্রহণ না থাকলে গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে। রাজনীতিকে ভয় পেয়ো না। আজকের যুবসমাজই আগামী দিনের দেশের নির্মাতা। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুবকদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা উচিত।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্পিকার-ইন-চার্জ রাম প্রসাদ পাল, ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী টিংকু রায়, তফসিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, চিফ হুইপ কল্যাণী সাহা রায়, সমবায় মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া এবং বিধায়ক চিত্ত রঞ্জন দেববর্মা। বিশেষ অতিথির ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, আজকের যুবারা যদি ভবিষ্যতে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে পবিত্র বিধানসভা ও লোকসভায় আসে তাহলে দেশ আরও উপকৃত হবে। তিনি বলেন, দেশে ৬৫ শতাংশ যুব সম্প্রদায় রয়েছে। এ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটেও যুবাদের জন্য কি পরিকল্পনা রয়েছে তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, আজ আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা, সংস্কৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্যের সুনাম অর্জন করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন আজকের প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারি দিল্লির সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় যুব সংসদে অংশ নিয়ে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে।

স্বাগত বক্তব্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, এটা যুবাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার একটি সুন্দর প্ল্যাটফর্ম। তিনি বলেন, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট শুধু একটি বাজেট নয়, এই বাজেট দেশের উন্নয়নের রোডম্যাপ তৈরি করবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এরূপ আলোচনাচক্র যুবক-যুবতীদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়াবে। বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। জুরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় ও বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব অমিয় কান্তি নাথ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লিং, মাই ভারত-স্টেট ডিরেক্টর বি পি সাহ প্রমুখ। আজ এই প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন করেছে যথাক্রমে পুষ্পিকা দাস, রাজষী পাল এবং প্রশান্ত দত্ত। এই তিনজন নতুন দিল্লির সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় যুব পার্লামেন্টে অংশ নেবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ প্রদ্যোতের

● প্রথম পাতার পর

প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবে। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত দুই বছর ধরে তিনি দিল্লির সঙ্গে লড়াই করছেন চুক্তির বাস্তবায়নের জন্য। তিপ্রাসা জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে তিনি কখনোই আপস করবেন না বলেও স্পষ্ট জানান। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, তাকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তিপরা মথা দলে ফাটল ধরানোর চেষ্টা নয়, বরং তাকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলেও দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, একসময় ত্রিপুরা ছিল জনজাতিদের ভূমি। ধীরে ধীরে তাদের অনেক কিছুই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আজ নিজেদের অধিকার ফিরে পেতেই তাদের লড়াই করতে হচ্ছে। এডিসি বরাবরই জনজাতিদের অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু এখন সেই অধিকারও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তবে তিপরা মথা কখনোই এডিসি অন্যের হাতে তুলে দেবে না বলে দৃঢ়ভাবে জানান।

যারা তিপরা মথাকে ভাঙার চেষ্টা করছে তাদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, নিজের জাতির স্বার্থে তিনি কোনো আপস করবেন না। এতদিন মানুষ তার ভালোবাসা ও সহানুভূতি দেখেছে, এখন সময় এসেছে আন্দোলনের কঠোরতা দেখানোর।

একইসঙ্গে তিনি অতীতের ঘটনাও উল্লেখ করেন। ২০২১ সালে তিপরা মথা ও ত্রিপুরার আদিবাসী প্রগতিশীল ফ্রন্ট-এর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে তিপ্রাসা সমাজের ক্ষতি হয়েছিল বলে জানান তিনি। এবারের নির্বাচনে বিজেপি ও তিপরা মথার মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকলেও গোটা জনজাতি সমাজের যেন কোনো ক্ষতি না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

বিজেপির লক্ষ্য বিভাজনের রাজনীতি করা। তবে সেই পথে তিপরা মথা কখনোই হাঁটবে না এবং গরিব তিপ্রাসা মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই তারা চালিয়ে যাবে বলে দাবি করেন তিপরা মথা সুপ্রিমো।

ধর্মনগর উপনির্বাচন সহ

● প্রথম পাতার পর

উপনির্বাচনের প্রার্থীও চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই সেই নাম ঘোষণা করা হবে।

তিনি বলেন, আজ দলের সমস্ত নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে জয়ের রূপরেখা এবং প্রার্থী তালিকা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তাঁর অভিযোগ, ধর্মনগর কেন্দ্রের প্রার্থী আগেভাগে ঘোষণা করে সিপিআই(এম) আসলে শাসক বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে চেয়েছে। গতকাল সিপিআই(এম) নেতা জিতেন চৌধুরীর মন্তব্যেরও জবাব দেন তিনি। জিতেন চৌধুরী বলেছিলেন যে পাহাড়ি এলাকায় কংগ্রেসের কোনও ভিত্তি নেই এবং এডিসি নির্বাচনে তারা ব্যর্থ হবে। এর জবাবে অশীষ কুমার সাহা বলেন, ফলাফলই সব কিছু বলে দেবে। তিনি আরও দাবি করেন, সিপিআই(এম)-এর কিছু পদক্ষেপ আসলে পরোক্ষভাবে বিজেপিকে ক্ষমতায় রাখতে সাহায্য করছে।

অন্যদিকে কংগ্রেস বিধায়ক বিরাজিত সিনহা বলেন, ত্রিপুরা জুড়ে বর্তমানে বিজেপি-বিরোধী প্রবল জনমত তৈরি হয়েছে। তাঁর কথায়, মানুষ আর বিজেপিকে চাইছে না। কংগ্রেস বড় জয়ের দিকে এগোচ্ছে বুঝেই কমিউনিস্টরা তাড়াহুড়ো করে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, অতীতে কংগ্রেস যে ধর্মনগর আসনে লড়েছে, সেই আসনে প্রার্থী ঘোষণার আগে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি সিপিআই(এম)। এতে স্পষ্ট যে তারা শাসক দলকেই সুবিধা করে দিতে চাইছে।

শাসক জোটের শরিক বিজেপি ও তিপরা মথার মধ্যে সাম্প্রতিক টানাপোড়েন প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন বিরাজিত সিনহা। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে চায় কংগ্রেস।

সোনামুড়ায় ঈদের বাজারে মহিলাদের উপচে পড়া ভিড়

● প্রথম পাতার পর

বাইরে থাকায় বাজারে মহিলাদের উপস্থিতিই বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ইসলামে রোজা আত্মশুদ্ধি, সংযম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। এটি ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম একটি ফরজ ইবাদত। রমজান মাসে মুসলমানরা ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও সকল প্রকার পাপাচার থেকে বিরত থেকে রোজা পালন করেন।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২০ বা ২১ মার্চ পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হতে পারে। ফলে ঈদকে সামনে রেখে সোনামুড়া বাজারে এখন উৎসবের আমেজ স্পষ্ট।

গঙ্গার তীর দখল নিয়ে উদ্বেগ সুপ্রিমকোর্টের, রিপোর্ট তলব

● প্রথম পাতার পর

এছাড়া পরিবেশ সুরক্ষা আইনের অধীনে ২০১৬ সালে জারি করা গঙ্গা পুনরুজ্জীবন, সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি কার্যকর করতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা-ও জানাতে বলা হয়েছে।

পরবর্তী শুনানির জন্য মামলাটি ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে নির্ধারিত হয়েছে এবং এটি আংশিকভাবে শুনানি হওয়া মামলা হিসেবে চলবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
15-03-2026, 00:41

প্রাঙ্গন

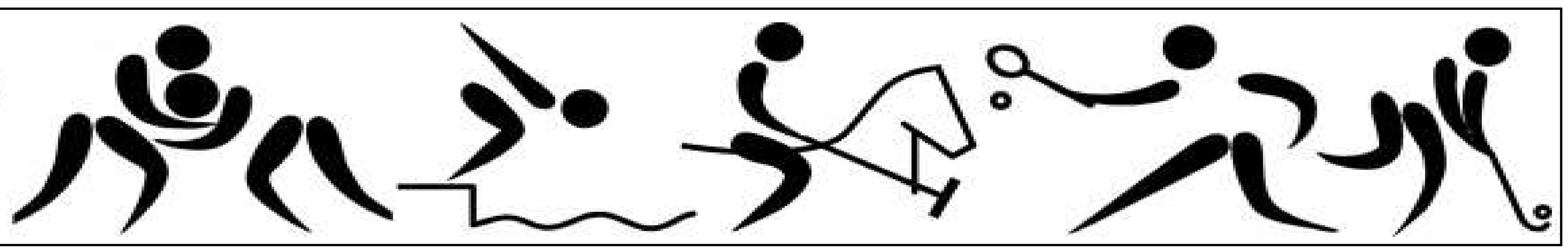

পৌরুষের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স ওপিসি-কে হারিয়ে ২য় জয় পোলস্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানটান উত্তেজনার ম্যাচে ওপিসি -কে ১২ রানে হারিয়ে সন্তোষ মেমোরিয়াল ”এ” ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় জয় তুলে নিল পোলস্টার ক্লাব। শনিবার আগরতলার টিআইটি গ্রাউন্ডে পৌরুষ মিশ্রের অনবদ্য অলরাউন্ড পারফরম্যান্স এবং মিজানুর রহমান পোদ্দারের বিধ্বংসী বোলিংয়ের ওপর ভর করে এই গুরুত্বপূর্ণ জয় পায় তারা।এদিন সকালে পিচ খেলার উপযোগী না থাকায় নির্ধারিত সময়ের কিছুটা পরে খেলা শুরু হয়। ফলে আম্পায়াররা ম্যাচটি ৪৯ ওভারের করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে পোলস্টার ক্লাব নির্ধারিত ৪৯ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২০৪ রান সংগ্রহ করে।ব্যাটিংয়ে সাত্ত্বিক ও পৌরুষের দাপট লক্ষণীয়।পোলস্টারের হয়ে ওপেনিংয়ে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন সাত্ত্বিক রাই। তিনি ৯৫ বলে ৮৩ রানের একটি দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন (৮টি চার ও ১টি ছক্কা)। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন পৌরুষ মিশ্র। পৌরুষ ১০৫ বলে ৬১ রান করে দলের স্কোরকে ২০০-র গণ্ডি পার করতে সাহায্য করেন। ওপিসি-র পক্ষে সফলতম বোলার ছিলেন দীপেন বিশ্বাস, তিনি ১০ ওভারে মাত্র ২২ রান দিয়ে ৪টি উইকেট দখল করেন।২০৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ওপিসি-র ওপেনার নবারুণ চক্রবর্তী একক লড়াই চালিয়ে যান। তিনি ১২০ বলে ৮০ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেললেও বাকি ব্যাটারদের থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা পাননি। শেষ পর্যন্ত ৪৭.৫ ওভারে ১৯২ রানেই গুটিয়ে যায় ওপিসি-র ইনিংস।পোলস্টারের জয়ে মুখ্য ভূমিকা নেন বোলাররা।মিজানুর রহমান পোদ্দার: ৯.৫ ওভারে ৩৫ রান দিয়ে তুলে নেন ৫টি উইকেট।পৌরুষ মিশ্র: ১০ ওভারে ৩২ রান দিয়ে দখল করেন ৩টি উইকেট। এবারের টুর্নামেন্টে এটি পোলস্টারের তৃতীয় ম্যাচ ছিল। প্রথম ম্যাচে মৌচাক ক্লাবকে ৩৮ রানে হারালেও, দ্বিতীয় ম্যাচে চলমান সংঘের কাছে ১ উইকেটে হারতে হয়েছিল তাদের। আজকের জয়ের ফলে ৩ ম্যাচে ২ জয় নিয়ে লিগ টেবিলে সুবিধাজনক অবস্থায় রইল পোলস্টার। ব্যাট ও বলে অনবদ্য অবদানের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন পৌরুষ মিশ্র।

লক্ষ্যের ব্যাটে রানের পাহাড়, ইউবিএসটি-কে উড়িয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত কসমোপলিটনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এমবিবি স্টেডিয়ামে আজ চলল চার-ছক্কার প্রদর্শনী। সন্তোষ মেমোরিয়াল ”এ” ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চতুর্থ দিনে ইউবিএসটি-র বিরুদ্ধে ১৩৯ রানের বিশাল জয় তুলে নিল কসমোপলিটন ক্লাব। মূলতঃ ওপেনার লক্ষ্য কুমারের বিধ্বংসী দেড়শতরান এবং বোলারদের নিয়ন্ত্রিত পারফরম্যান্সে লিগ টেবিলে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল তারা। এটি টুর্নামেন্টে কসমোপলিটনের টানা দ্বিতীয় জয়।লক্ষ্যের সেঞ্চুরি ও রানের পাহাড় দেখার মতো।শনিবার সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় কসমোপলিটন ক্লাব। শুরু থেকেই ইউবিএসটি-র বোলারদের ওপর চড়াও হন লক্ষ্য কুমার। মাত্র ৯২ বলে ১৫৩ রানের এক মহাকাব্যিক ইনিংস খেলেন তিনি, যাতে ছিল ১৬টি চার এবং ৫টি চোখধাঁধানো ছক্কা। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন তন্ময় দাস, যিনি ৭২ বলে ৭৬ রানের (৫টি চার, ৪টি ছক্কা) একটি লড়াকু ইনিংস খেলেন। এই দুজনের ব্যাটে ভর করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৬২ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে কসমোপলিটন। ইউবিএসটি-র পক্ষে জয়দেব দেব ১টি উইকেট নিলেও রান খরচ করেন প্রচুর।জবাবে ইউবিএসটি-র লড়াই ও অর্কজিতের স্পেল৩৬৩ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় ইউবিএসটি। অধিনায়ক কৃতিদীপ দাস ৮৯ বলে ৮৩ রানের একটি দায়িত্বশীল ইনিংস খেলে লড়াই করার চেষ্টা করলেও অন্য প্রান্ত থেকে যোগ্য সমর্থন পাননি। কসমোপলিটন ক্লাবের বোলার অর্কজিত রায় ১০ ওভারে ৫১ রান দিয়ে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২২৩ রানেই থেমে যায় ইউবিএসটি-র ইনিংস।ঘুরে দাঁড়াল কসমোপলিটনটুর্নামেন্টের শুরুটা ভালো ছিল না কসমোপলিটনের। গত ৭ মার্চ প্রথম ম্যাচে ওপিসি-র কাছে ১৪১ রানের বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছিল তাদের। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই তারা ঘুরে দাঁড়ায় বিসিসি-র বিরুদ্ধে ৮১ রানের জয় দিয়ে। আজকের এই বিশাল জয়ের পর আত্মবিশ্বাসে তুঙ্গে রয়েছে দলটি। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হয়েছেন লক্ষ্য কুমার।সংক্ষিপ্ত স্কোরকার্ড:কসমোপলিটন ক্লাব: ৩৬২/৫ (৫০ ওভার)ইউবিএসটি: ২২৩/৯ (৫০ ওভার)ফল: কসমোপলিটন ক্লাব ১৩৯ রানে জয়ী।ম্যান অফ দ্য ম্যাচ: লক্ষ্য কুমার।

ফের ১ উইকেটে রুদ্ধশ্বাস জয় : অজিতের শতকে জয় অব্যাহত চলমান সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শহরের ক্রিকেটপ্রেমীরা আরও একটি রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের সাক্ষী থাকল আজ। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল ”এ” ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চতুর্থ দিনে মৌচাক ক্লাবকে ১ উইকেটে হারিয়ে আসরে নিজেদের দ্বিতীয় জয় তুলে নিল চলমান সঙ্ঘ। পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ব্যাট-বলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর শেষ হাসি হাসল চলমান।মৌচাকের লড়াকু ইনিংসএদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ক্লাব নির্ধারিত ৪৯ ওভারে ২০৯ রানে অল-আউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে ওপেনার প্রীতম দাস অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল একটি ইনিংস খেলেন, ১২০ বলে ৭টি চারের সাহায্যে তিনি করেন ৬৯ রান। মিডল অর্ডারে সাকলাইন হালদার ৫৯ বলে ৪২ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলে দলকে দুশো পার করতে সাহায্য করেন।চলমান সঙ্ঘের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ছিলেন দেবত্তম ঘোষ। ১০ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৩টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া আদি আদেশ শুক্লা ২টি উইকেট নিয়ে মৌচাকের ইনিংসে রাশ টানেন।অজিত বর্মার রাজকীয় শতরান২১০ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছিল চলমান সঙ্ঘ। কিন্তু এক প্রান্ত আগলে রেখে পাল্টা লড়াই শুরু করেন অজিত বর্মা। মাত্র ৮৬ বলে ১০৫ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন তিনি, যাতে ছিল ৯টি চার ও ৭টি বিশাল ছক্কা। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন আদি আদেশ শুক্লা (৩৫ রান)।তবে শেষ দিকে একের পর এক উইকেট হারিয়ে ম্যাচটি চরম নাটকীয় মোড় নেয়। মৌচাকের বোলার সিকান্দার কুমার এবং শাহিন জামান চৌধুরী ৩টি করে উইকেট নিয়ে চলন শিবিরে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৪২.৪ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় চলমান সঙ্ঘ।টুর্নামেন্টের গতিপ্রকৃতিটুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ইউবিএসটি -র কাছে ৫ উইকেটে হারলেও, পরের দুটি ম্যাচেই ১ উইকেটের নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নিয়ে প্রতিযোগিতায় দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে চলমান সঙ্ঘ। গত ৯ মার্চ পোলস্টার ক্লাবের বিরুদ্ধেও একই ব্যবধানে জয় পেয়েছিল তারা। স্বাভাবিকভাবেই এদিনের অসামান্য সেঞ্চুরির সুবাদে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন অজিত বর্মা।এক নজরে স্কোরবোর্ড:মৌচাক ক্লাব: ২০৯/১০ (৪৯ ওভার)চলন সঙ্ঘ: ২১৫/৯ (৪২.৪ ওভার)ফলাফল: চলন সঙ্ঘ ১ উইকেটে জয়ী।

রাজ্য ভিত্তিক মাস্টার্স অ্যাথলেট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।মাস্টার্স অ্যাটলেটিক্স এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে শুরু হল ২৪ তম রাজ্যভিত্তিক মাস্টার্স অ্যাটলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। আগরতলা রাধারঘাট স্থিত দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সের দেবভক্তি জমাতিয়া সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে আয়োজিত দু”দিনের এই রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার শনিবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, মাস্টার অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার পৃষ্ঠপোষক সঞ্জয় পালসহ আরো বিশিষ্ট জনেরা। রাজ্যভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় এবারও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাস্টার্স এথলেটরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা।

ভারতীয় ক্রিকেটে সেরার শিরোপা মুম্বইয়েরই

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) বার্ষিক পুরস্কার পাচ্ছেন বেশ কয়েক জন তরুণ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য তাঁদের পুরস্কৃত করছে বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেটে সেরা রাজ্য সংস্থা হিসাবে আবারও পুরস্কৃত হচ্ছে মুম্বই। রবিবার সন্ধ্যায় সকলের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।মহিলাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে সেরা পারফরম্যান্সের জন্য জগমোহন ডালমিয়া ট্রফি পাচ্ছেন মুম্বইয়ের ইরা যাদব। ইরার মতো একই পুরস্কার পাচ্ছেন হরিয়ানার শেফালি বর্মা। তাঁকে ঘরোয়া এক দিনের ক্রিকেটে সেরা পারফরম্যান্সের জন্য জগমোহন ডালমিয়া ট্রফি দেওয়া হচ্ছে। পুরুষদের ঘরোয়া সাদা বলের ক্রিকেটে সেরা অলরাউন্ডারের লালা অমরনাথ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে মুম্বইয়ের আয়ুষ মাত্রেকে। রঞ্জি ট্রফিতে সেরা অলরাউন্ডারের পুরস্কার পাচ্ছেন বিদর্ভের হর্ষ দুবে।এ বার বিসিসিআই জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত করছে রাহুল দ্রাবিড় এবং মিতালি রাজকে। জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি রজার বিন্নীও। দ্বিতীয় বার সেরা আন্তর্জাতিক পুরুষ ক্রিকেটারের পলি উমরিগড় পুরস্কার পাচ্ছেন শুভমন গিল। মহিলা বিভাগে এই পুরস্কার জিতেছেন স্মৃতি মন্ধানা।

PNIT NO: 60/EE/RD/SNMD/2025-26, Dt. 12/03/2026

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 19/03/2026 for 2 (Two) no(s). Construction work amounting to Rs 13,30,269.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Sonamura (Dhanpur) Division
M: 8974406541

ICA/C-4844/26

DIRECTORATE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Government of Tripura
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are being invited by the Directorate of Information Technology, Government of Tripura, ITI Road, Indranagar, Agartala-6, For Selection of Agency For Supply Of Manpower. Details of tender document can be seen and downloaded from the website https://tripuratenders.gov.in or https://dit.tripura.gov.in. The interested bidders may submit their bids through https://tripuratenders.gov.in portal.

ICA/C-4839/26

-Sd-
Director,
Directorate of Information Technology
Govt. of Tripura

// NOTICE INVITING TENDER //

The undersigned invites sealed cover tenders/quotations from the bonafied suppliers/ manufactures / authorized dealers/ registered firms for supply of QM store articles, office forms & stationery items, motor transport spare parts and job works etc. in favour of A. Ch. Rama Rao TSR Training Centre, for the financial year 2026-27 covering the period up to 31st March, 2027.

2. Copy of Tenders, list of required articles, terms & conditions etc. can be collected from the office of the Commandant, A. Ch. Rama Rao TSR Training Centre, R.K. Nagar, Tripura west on or before 23-03-2026 at 1700 hrs on payment of a sum of Rs.300/- (Rupees three hundred) only for each tender on any working day during office hours. Last date of submission of tender/quotation is up to 1700 hours on 30-03-2026 and will be opened on 31-03-2026 at 1100 hrs, if possible. Tender should be dropped by the bidders in separate envelop.

ICA/C-4834/26

(Dilip Debbarma)
Commandant
ACHRR TSR Training Centre
R.K. Nagar, Tripura West

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIES NEWS PAPER

বিজ্ঞপ্তি

Ref:- Manubazar P.S GDE No. 20 dated 10/03/2026.

পাশের ছবিটি শ্রী অর্জুন বনিক বয়স ৫৬ বৎসর, পিতা- মৃত হরেকৃষ্ণ বনিক সাং-মনুবাজার, মেনুকাপুর, থানা-মনুবাজার, দক্ষিন ত্রিপুরা। উচ্চতা ৫ ফুট, গায়ের রং-শ্যামলা। গত ০৮/০৩/২০২৬ (ইং) সকাল বেলা তাহার নিজ বাড়ী মনুবাজার, মেনুকাপুর, থেকে কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে যায় পরে সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ পুরুষকে এখনও পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ পুরুষের সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(যোগাযোগের ঠিকানা)
১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর:-৭৬২৮০০৭০৭৯
২) মনুবাজার থানা: ফোন নম্বর:- ৯৮৬২২৩৬০৯০

ICA/D-2143/26

Superintendent of Police
South Tripura District

শেষ মুহূর্তে গোল হজম, টানা তিন ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট ইস্টবেঙ্গলের

সংযুক্তি সময়ের খেলা চলার সময়েই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরা তিন পয়েন্টের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। সেই স্বপ্ন সফল হতে দিলেন না লাল-হলুদ জার্সিধারী ফুটবলারেরাই! রক্ষণের ভুলে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে নিশ্চিত তিন পয়েন্ট যুবভারতীর মাঠে ফেলে এল ইস্টবেঙ্গল। কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষ হল ১-১ গোলে। পাঁচ ম্যাচ আট পয়েন্ট হল ইস্টবেঙ্গলের। প্রথমার্ধে পেনাল্টি থেকে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ইউসেফ এজেজারি। দ্বিতীয়ার্ধে গোল শোধ করেন কেরলের আজসল।টানা তিনটি ম্যাচে সাত পয়েন্ট নষ্ট করল ইস্টবেঙ্গল। ১৩ ম্যাচের লিগে এই সাত পয়েন্ট অনেকটাই পিছনে ফেলে দিতে পারে তাদের। বিশেষ করে আগের চারটি ম্যাচেই হারা কেরলের বিরুদ্ধে কী করে অস্কার ব্রুজোর দল ড্র করল, তা ভেবেই বিস্মিত হতে হয়। গোটা ম্যাচেই ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের থেকে কেরলের আক্রমণ এবং সক্রিয়তা ছিল বেশি। ম্যাচের আগের দিন অস্কার অনেক ভাল ভাল কথা বলেছিলেন ফুটবলার এবং দল সম্পর্কে। নিজের কৃতিত্বের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তবে সে সব যে ফুটবলারদের কানে ঢোকেনি তা এই ম্যাচ থেকেই পরিষ্কার। সহজ সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন ইউসেফরা।ম্যাচের শুরু থেকে কেরলকে চাপে রাখার চেষ্টা করছিল ইস্টবেঙ্গল। তাদের খেলা দেখে বোঝাই যাচ্ছিল গোটা দল তিন পয়েন্ট পেতে মরিয়া হয়ে নেমেছে। তবে কেরলও ছাড়েনি। ফাইনাল থার্ডে গিয়ে তারা চাপে রাখার চেষ্টা করছিল ইস্টবেঙ্গলকে।১০ মিনিটেই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ডান দিকে বল পেয়েছিলেন এডমুন্ড লালরিনডিকা। বক্সে ঢুকে তিনি নিজে গোলে শট নেওয়ার বদলে পাস দেন বক্সে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ইউসেফ বল পায়ে লাগানোর আগেই কেরলের এক ফুটবলার তাঁকে ফেলে দেন। রেফারি হরিশ কুণ্ডু সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির নির্দেশ দেন। পেনাল্টি থেকে ইউসেফ গোল করতে ভুল করেননি।গোল খেয়ে আরও ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল ইস্টবেঙ্গলের। সেখানে তারা ঝিমিয়ে পড়ল। উল্টে তেড়েফুঁড়ে বার বার আক্রমণে উঠছিল কেরল। মাঝে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একটা সুযোগ তৈরি করেছিলেন বিপিন সিংহ। তা কাজে লাগাতে পারেননি ইউসেফ।এ দিন শুরু থেকে অস্কার নামিয়েছিলেন সাউল ক্রেসপোকে। তিনিই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের খেলার মধ্যে সেই ঝাঁজটাই দেখা গেল না যা দরকার ছিল এই ম্যাচে। ইউসেফ এমন একটি সুযোগ নষ্ট করলেন যা চোখে দেখা যায় না। বক্সের বাইরে থাকা আসা ক্রসে শ্রেফ পা ঠেকালেই চলত। সেটাই পারলেন না তিনি।দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গল তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ তৈরি করেছে। তবে ফাইনাল থার্ডে এসে বার বার আটকে যাচ্ছিল তাদের আক্রমণ। কেরলের ফুটবলারদের প্রশংসা প্রাপ্য। ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের দোষও কম নয়। দু’দিকে খেলা ছড়িয়ে দিয়ে যেখানে আক্রমণ করা উচিত ছিল, সেখানে তাঁরা বার বার কেরলের পায়ের জঙ্গলে আটকে যাচ্ছিলেন।

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 62/EE/AGRI/W/2025-26/2771-89

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in single/two-bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl No.	Name of work & e-D.N.I.T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of Opening	Class of Tender
1	Installation of Garden Lights along the footpath of the Garden at Badharghat Govt. Orchard, Agartala. (2nd Call) (77/AGRI/EE(WEST-I)/2025-26)	21,20,737	42,415	Upto 20/03/2026 at 2.00 PM	At 3.30 PM on 20/03/2026	Appropriate Class

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-4848/26

(Er. Partha Pratim Pal)
Executive Engineer (West, Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 12/03/2026

TENDER

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	2nd call for Repairing of 20 twenty nos Dysfunctional Boys Toilet under Hrishyamukh and Bokafa RD Block of South Tripura District for the year 2025-26 PNICT No:282/EE/ENGG.CELE/DSE/2025-26 DNIET No: 115/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs. 30,00,000.00	Rs. 60,000.00	60 Days	19/03/2026 Upto 15.00 Hrs	20/03/2026 11.00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	2nd call for Repairing of 15(Fifteen) nos Dysfunctional Boys and Girls Toilet under Hrishyamukh and Bokafa RD Block of South Tripura District for the year 2025-26. PNIET No:283/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeT No: 117/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs. 2250000.00	Rs. 45000.00	30 Days	19/03/2026 Upto 15.00 Hrs	20/03/2026 11.00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	2nd call for Repair/Renovation of 02(Two) nos Dysfunctional Boys Toilet at Sovapur High School, Kathalia RD Block and Girls Toilet at Dupuriabandh High School, Boxanagar RD Block of Sepahijala District under PM SHRI Scheme for the year 2025-26. PNICT No:284/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeT No: 138/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs. 199969.00	Rs. 3999.00	30 Days	19/03/2026 Upto 15.00 Hrs	20/03/2026 11.00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
4	4th call for Renovation of Toilet Block in 34 nos School under Rupaichari Block, sabroom, South Tripura for the year 2025-26 under samagra shiksha Abhiyan Scheme. PNIeT No:285/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeT No:133/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs. 5100000.00	Rs. 102000.00	30 Days	19/03/2026 Upto 15.00 Hrs	20/03/2026 11.00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
5	3rd call for Renovation of Toilet Block in 27 nos School under Satchand Block, Sabroom, South Tripura for the year 2025-26 under Samagra Shiksha Abhiyan Scheme PNIET No:286/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeT No: 122/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs. 405000.00	Rs. 181000.00	60 Days	19/03/2026 Upto 15.00 Hrs	20/03/2026 11.00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
No.F.17 (13-226/SE/ENGG/2025-26/ 3863-65 Dated, Agartala the 13/03/2026.

ICA/C-4852/26

Dhirendra Debbarma
Executive Engineer, Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নয়, বড় ভূমিকায় রোহিতকে আইপিএলে দেখতে চান ভাজ্জি

মুম্বই: আইপিএলের দামামা বেজে গিয়েছে। প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজিই তাদের প্রস্তুতি শিবির শুরু করে দিয়েছে পুরোদমে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও নেমে পড়েছে মাঠে। টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর এবার সূর্যকুমার, হার্দিক, বুমরারা নতুন লক্ষ্যে মাঠে নামতে চলেছেন। আর এ সবের মাঝেই যার দিকে নজর থাকবে তিনি রোহিত শর্মা। মুম্বই ইন্ডিনান্সের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক। যাঁর অধিনায়কত্বে পাঁচবার আইপিএল জিতেছিল পল্টনরা। তবে ৩৭ পেরিয়ে যাওয়া রোহিত আর মুম্বই দলের ক্যাপ্টেন নন। হার্দিক পাণ্ড্য এখন দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। গত মরশুমেও দেখ গিয়েছে শুধুমাত্র ব্যাটিং করতেই ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলছেন রোহিত। এবারও কি তাইই হবে? তেমনটা চাইছেন না হরভজন সিংহ।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সর্বকালের অনতম সেরা অফস্পিনার মনে করেন যে রোহিতের মত ক্রিকেটারকে পুরো মাচেই মাঠে থাকা প্রয়োজন। জিও হটস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভাজ্জি জানিয়েছেন, ””রোহিত শর্মাকে আমরা দেখেছি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ১২ তম প্লেয়ার হিসেবে খেলতে আগের মরশুমে। শুধুমাত্র ব্যাট করতেই নামছে ও। ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলানো হচ্ছে ওকে। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি রোহিত যে মাপের লিডার, ওকে গোটা মাচেই মাঠে থাকা উচিৎ। ওঁর ক্রিকেটীয় ভাবনা চিন্তা, গেমপ্ল্যানকে ব্যবহার করা উচিৎ টিম ম্যানেজমেন্টের।””

টার্বুনেটর আরও বলছেন, ””ম্যাচে অনেক কঠিন পরিস্থিতি আসে। সেই সময় অনেক কড়া সিদ্ধান্ত বা চ্যালেঞ্জিং সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেক্ষেত্রে রোহিতের অভিজ্ঞতা হার্দিকের জন্যও অনেক কাজে লাগবে। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রোহিত হার্দিককে সাহায্য করত পারবে।গত মরশুমে রোহিত ১৫ মাচ খেলেছিলেন। ৪১৮ রান ঝুলিতে পুরেছিলেন। ২৯.৮৬ গড়ে ব্যাটিং করেছিলেন তিনি। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৪৯.২৯। সর্বোচ্চ ৮১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। চারটি অর্ধশতরান করেছিলেন হিটম্যান। এছাড়াও গত মরশুমেই তিনি নিজের আইপিএল কেরিয়ারে সাত হাজার রান পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে আইপিএলে রোহিতের ব্যাটিং ফর্ম চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। তিনি বিগত ১২ মরশুমের মধ্যে একটিতেও ৫০০ রানে গণ্ডি পার করতে পারেননি হিটমান।

জানা গিয়েছে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ক্যাপ্টেন হার্দিক পাণ্ড্য ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছেন রোহিত এ মরশুমেও পারফর্ম করতে না পারলে, তা সহ্য করা ববে না। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বিগত ১০-১২ বছরে রোহিতের পারফরম্যান্সে বিরক্ত, কারণ তিনি সর্বোচ্চ বেতন প্রাপকদের অন্যতম হলেও, প্রায়শই মরশুমে ২০০-৩০০ রান করেছেন, তাও মাত্র ১২০ স্ট্রাইক রেটে। তাই এবার কিন্তু রোহিতকে পারফর্ম করতেই হবে।

টি-২০ বিশ্বকাপ জিতলেও আসল পরীক্ষা এখনও বাকি! গম্ভীরকে কী নিয়ে সতর্ক করলেন সৌরভ?

টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ হিসাবে অল্প সময়েই সাফল্যের নজির গড়েছেন গৌতম গম্ভীর। তাঁর কোচিংয়েই ভারত জিতেছে দু-দু’টি আইসিসি ট্রফি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তবে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করছেন, গম্ভীরের আসল পরীক্ষা এখনও বাকি। তাঁর সাফ কথা, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ই যথেষ্ট নয়। আসল পরীক্ষা আগামী বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপে।

এক সাক্ষাৎকারে মহারাজ বলেন, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কঠিন কন্ডিশনই গম্ভীরের প্রকৃত দক্ষতা যাচাই করবে। তাঁর মতে, “২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় হতে চলা বিশ্বকাপই গম্ভীরের জন্য আসল চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। সেখানে পরিস্থিতি কঠিন হবে। তবে এই দল নিয়ে গম্ভীর সফল হবেন বলেই আমি বিশ্বাস করি।” উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ভারতের। ফলে ২০২৭ বিশ্বকাপ ঘিরে বাড়তি প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে।

পাশাপাশি টেস্ট ক্রিকেটেও যে ভারতের উন্নতি দরকার, সে কথাও বলেন সৌরভ। তাঁর মতে, ঘরের মাঠে অতিরিক্ত টার্নিং পিচের বদলে ভালো উইকেটে খেললেই ভালো ফল মিলবে। “লাল বলের ক্রিকেটে আরও উন্নতি করতে হবে। উইকেট কেমন হবে, তা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা করা বন্ধ করতে হবে। ভারত কিন্তু ইংল্যান্ডে ভালো ফল করেছিল। সেখানে কিন্তু কেমন পিচ হবে, সেটা ওর হাতে ছিল না। পাশাপাশি ঘরের মাঠে অতিরিক্ত টার্নিং পিচের বদলে ভালো উইকেটে খেলেও জেতা যায়।” বলছেন সৌরভ।

তবে গম্ভীরের প্রতি যে তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে, সে কথা প্রকাশ করে সৌরভ বলেন, “গৌতম খুবই ভালো কোচ। সাদা বলের ক্রিকেটে তিনি ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রমাণ করেছেন।” দু’সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হবে আইপিএল। ২৮ মার্চ গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ম্যাচ দিয়ে আইপিএলের ১৯তম সংস্করণের ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে। বিশ্বের সবথেকে বড় টি-টোয়েন্টি লিগ শেষ হলেই টেস্ট ও ওয়ানডে ক্রিকেটে মনোযোগ দেবেন টিম ইন্ডিয়ার ‘হেডস্যার’।

ব্রিগেড সমাবেশে তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের হামলায় আহত বিজেপি কর্মীদের দেখতে হাসপাতালে গেলেন সাংসদ বিপ্লব দেব।

তেলিয়ামুড়ায় যুবকের আত্মহত্যা, চাঞ্চল্য

তেলিয়ামুড়া, ১৪ মার্চ: খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন লেম্বুছড়া এলাকায় এক যুবকের আত্মহত্যার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে পরিবারের অগোচরে নিজ বাড়ির ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন প্রণজিৎ দাস (২৪)।। আজ সকালে পরিবারের সদস্যরা তাকে ঘরের ভেতর ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তেলিয়ামুড়া থানায় জানানো হলে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বলেই মনে করা হলেও ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রণজিৎ দাস শান্ত স্বভাবের যুবক ছিলেন। তার এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারসহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সাংবাদিক বাদল চন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রয়াণে শোক, বিভিন্ন মহলের সমবেদনা

বামুটিয়া, ১৪ মার্চ: বামুটিয়া বিধানসভা এলাকার বেড়ীমুড়া কলাবাড়ি আজ শোকের আবহে আচ্ছন্ন। বিশিষ্ট সাংবাদিক বাদল চন্দ্র দাস-এর জ্যেষ্ঠ ভাই রঞ্জিত চন্দ্র দাস গত ১০ মার্চ আগরতলার গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতাল-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন এবং এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও তিন কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী মানুষ রেখে গেছেন। একজন স্নেহময় অভিভাবক ও সহৃদয় মানুষ হিসেবে সমাজে তাঁর একটি বিশেষ পরিচিতি ছিল। তাঁর অকাল প্রয়াণে এলাকায় শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর বাড়িতে ছুটে আসেন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীরা। শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে গভীর সমবেদনা জানান মন্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস, পূর্ব বামুটিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান নিখিল দত্ত, সমাজসেবী অমর দত্ত, প্রিয় লাল দত্ত, বুথ প্রভারি বিশ্বজিৎ দাস, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, বিজেপি নেতা রমেন্দ্র দেবনাথ, রাজিব দেব, গোমতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীর দাস, বিধায়ক নয়ন সরকার, প্রাক্তন প্রধান কিশোর দত্ত চৌধুরী এবং প্রাক্তন যুব মোর্চার সভাপতি রূপক দাসসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

শুধু সরাসরি উপস্থিত হয়েই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু নেতা, সাংবাদিক ও সমাজসেবী ফোনের মাধ্যমেও শোক প্রকাশ করেন। দেশ-বিদেশের অনেক সাংবাদিক ও নেতৃবৃন্দও সাংবাদিক বাদল চন্দ্র দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং এই কঠিন সময়ে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

খোয়াইয়ে 'ন্যাশনাল লোক আদালত', ৩ হাজারের বেশি মামলার নিষ্পত্তির উদ্যোগ

খোয়াই, ১৪ মার্চ: বিচার প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা এবং সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সহজে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শনিবার খোয়াই মহকুমা আদালত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো 'ন্যাশনাল লোক আদালত'।

ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি-এর নির্দেশনায় এবং খোয়াই জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ-এর উদ্যোগে এদিন এই লোক আদালতের আয়োজন করা হয়।

খোয়াই জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সম্পাদক অপরাজিতা দেববর্মা জানান, এদিনের লোক আদালতে মোট ৩,০৩৪টি মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্য নিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একাধিক বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে।

লোক আদালতে যেসব মামলার শুনানি হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে মোটর দুর্ঘটনা সংক্রান্ত এমএসি টি মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস আইন-এর মামলা, আদালতে বিচারাধীন আপোষযোগ্য ফৌজদারি মামলা, বিভিন্ন ব্যাংকের ঋণ সংক্রান্ত প্রাক-বিচার মামলা এবং যানবাহন সংক্রান্ত মোটর যানবাহন আইন-এর মামলা। এছাড়াও ত্রিপুরা পুলিশ আইন, আবগারি আইন এবং জুয়া সংক্রান্ত আইনভুক্ত মামলাও এই লোক আদালতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অপরাজিতা দেববর্মা জানান, গত ১৪ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের নির্দেশে আয়োজিত মেগা লোক আদালতে খোয়াই জেলায় মোট ১,৩৬৩টি মামলার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছিল। এবারের লোক আদালতে প্রায় ৯৮ শতাংশ সমন যথাসময়ে বিলি করা হয়েছে। ফলে বিপুল সংখ্যক মামলার সফল নিষ্পত্তি হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশাবাদী।

জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

আগরতলা স্থলবন্দর পরিদর্শনে রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৪ মার্চ: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু আজ সকালে আগরতলা-আখাউড়া সীমান্তে অবস্থিত স্থলবন্দরটি পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল আগরতলা স্থলবন্দরে পৌঁছুলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

রাজ্যপাল প্রথমে যাত্রী টার্মিনাল ভবনটি পরিদর্শন করেন এবং সেখানে স্থলবন্দরের আধিকারিকরা তাঁকে যাত্রী চলাচল সংক্রান্ত বিষয়ে অবগত করেন। পরবর্তীতে রাজ্যপাল যাত্রী টার্মিনাল ভবনের সভাকক্ষে এক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এই বৈঠকে আগরতলা স্থলবন্দর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা পেশ করা হয়। বৈঠকে আগরতলা স্থলবন্দরের ম্যানেজার দেবাশিস নন্দী আগরতলা স্থলবন্দরের কার্যপ্রণালী ও বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। বৈঠক শেষে রাজ্যপাল স্থলবন্দরের বিভিন্ন এলাকা এবং কার্গো ভবন, কোল্ড স্টোরেজ, গুদাম ঘর সহ অন্যান্য স্থানও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় রাজ্যপালের সচিব উত্তম কুমার চাকমাও উপস্থিত ছিলেন।

এডিসি নির্বাচনে সব আসনে জনজাতি প্রার্থী দেওয়ার আহ্বান টিএসএফের

আগরতলা, ১৪ মার্চ: আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে সব রাজনৈতিক দলকে ২৮টি আসনেই জনজাতি প্রার্থী দেওয়ার আহ্বান জানাল টিএসএফ। তিনটি সাধারণ আসনসহ প্রতিটি আসনে স্থানীয় জনজাতি প্রার্থী দেওয়ার দাবি জানায় সংগঠনটি।

আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে টিএসএফের সহ-সভাপতি জন দেববর্মা বলেন, ভারতের সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের ২৪৪(২) এবং ২৭৫(১) অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় স্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এডিসি ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হল জনজাতি সম্প্রদায়ের জমি, সংস্কৃতি এবং প্রথা রক্ষা করা।

তিনি বলেন, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা ও বাস্তবতা একজন জনজাতি প্রতিনিধিই সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং সেগুলোর সমাধানে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবেন।

সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী তালিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, মনু-ছৈলেংটা মতো এলাকায় অ-আদিবাসী প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। ওইসব এলাকায় যেখানে অধিকাংশ মানুষ জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত, সেখানে ওই প্রার্থীরা মানুষের সঙ্গে কতটা সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন তা নিয়ে আমাদের আশঙ্কা রয়েছে, তিনি মন্তব্য করেন।

তবে টিএসএফের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে বলা হয়, সংগঠনের সাধারণ মানুষের প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব নেই। বরং জনজাতি জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও স্বার্থ রক্ষার স্বার্থেই এই আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিন সিপিআই(এম)-কে তাদের প্রার্থী তালিকা পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে টিএসএফ। পাশাপাশি কংগ্রেস, আইপিএফটি, তিপরা মথা এবং বিজেপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকেও আসন্ন এডিসি নির্বাচনে সব আসনে জনজাতি প্রার্থী দেওয়ার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুরোধ জানায়।

এডিসি নির্বাচনে সব আসনে জনজাতি প্রার্থী দেওয়ার আহ্বান টিএসএফের

আগরতলা, ১৪ মার্চ: আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে সব রাজনৈতিক দলকে ২৮টি আসনেই জনজাতি প্রার্থী দেওয়ার আহ্বান জানাল টিএসএফ।

তিনটি সাধারণ আসনসহ প্রতিটি আসনে স্থানীয় জনজাতি প্রার্থী দেওয়ার দাবি জানায় সংগঠনটি।

আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে টিএসএফের সহ-সভাপতি জন দেববর্মা বলেন, ভারতের সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের ২৪৪(২) এবং ২৭৫(১) অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় স্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এডিসি ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হল জনজাতি সম্প্রদায়ের জমি, সংস্কৃতি এবং প্রথা রক্ষা করা।

তিনি বলেন, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা ও বাস্তবতা একজন জনজাতি প্রতিনিধিই সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং সেগুলোর সমাধানে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবেন।

সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী তালিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, মনু-ছৈলেংটা মতো এলাকায় অ-আদিবাসী প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। ওইসব এলাকায় যেখানে অধিকাংশ মানুষ জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত, সেখানে ওই প্রার্থীরা মানুষের সঙ্গে কতটা সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন তা নিয়ে আমাদের আশঙ্কা রয়েছে, তিনি মন্তব্য করেন।

তবে টিএসএফের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে বলা হয়, সংগঠনের সাধারণ মানুষের প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব নেই।

বরং জনজাতি জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও স্বার্থ রক্ষার স্বার্থেই এই আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিন সিপিআই(এম)-কে তাদের প্রার্থী তালিকা পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে টিএসএফ। পাশাপাশি কংগ্রেস, আইপিএফটি, তিপরা মথা এবং বিজেপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকেও আসন্ন এডিসি নির্বাচনে সব আসনে জনজাতি প্রার্থী দেওয়ার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুরোধ জানায়।

মোদির ব্রিগেড সভা, পাঁচ প্রশ্ন তুলল তৃণমূল

কলকাতা, ১৪ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নির্ধারিত বৃহৎ সমাবেশের কয়েক ঘণ্টা আগে শনিবার তাঁকে ঘিরে পাঁচটি প্রশ্ন তুলল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি)। আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'র সমাপ্তি উপলক্ষে এদিন কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মোদির এই সভা হওয়ার কথা।সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে তৃণমূল প্রধানমন্ত্রীকে "রাজনৈতিক পর্যটক" বলে কটাক্ষ করে এই পাঁচটি প্রশ্ন তোলে।

প্রথম প্রশ্নে তৃণমূল জানতে চেয়েছে, "লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি" বিভাগে পড়ে যাওয়ায় ৬০ লক্ষ ভোটারকে বিচারাধীন তালিকায় পাঠানো হয়েছে। ৬৩ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া, আরও ৬০ লক্ষকে বিচারাধীন করা এবং প্রায় ২০০ নিরীহ মানুষের মৃত্যুর পরও এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাস্তবে কতজন বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গাকে চিহ্নিত করা হয়েছে?"

দ্বিতীয় প্রশ্নে এলপিজি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি এবং সরবরাহ সংকটের প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূল জানতে চেয়েছে, কেন দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলিকে খাদ্যসংকটের মুখে পড়তে হচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী অস্থিরতার মধ্যেও কেন কৌশলগত মজুত গড়ে তোলা হয়নি।

তৃতীয় প্রশ্নে বলা হয়েছে, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য প্রায় ১.৯৬ লক্ষ কোটি টাকা কেন কেন্দ্র সরকার আটকে রেখেছে।

ঈদগাহের জমি দখলের অভিযোগ ভিত্তিহীন, দাবি বাম প্রার্থী অমিতাভ দত্তের

ধর্মনগর, ১৪ মার্চ: ঈদগাহের জমি দখলের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী অমিতাভ দত্ত। শনিবার বিকেলে ধর্মনগর মহকুমা কার্যালয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ধর্মনগর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায়, উত্তর জেলা সম্পাদক অভিজিত দে সহ দলের একাধিক নেতা।

সম্প্রতি বিজেপি সদস্য জহর উদ্দিন সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করে অভিযোগ করেন যে ধর্মনগর শহরের ঈদগাহের জমি দখল করে বাড়ি নির্মাণ, রাস্তা ও দোকানের ভিটি তৈরি করেছেন অমিতাভ দত্ত। তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেন তিনি।

অমিতাভ দত্ত জানান, বিষয়টি নিয়ে ঈদগাহ কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারাও স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে এ ধরনের কোনো অভিযোগ তাদের কাছে নেই।

দলের নেতৃত্বের দাবি, আসন্ন উপনির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই এ ধরনের মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে।

আগরতলায় বন্যা প্রতিরোধে খাল পরিষ্কার ও বাঁধ নির্মাণ শুরু করল রাজ্য সরকার

আগরতলা, ১৪ মার্চ: আসন্ন বর্ষাকে সামনে রেখে শহরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে বড় উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। শহরের কাটাখাল খাল এবং হাওড়া নদীকে কেন্দ্র করে ব্যাপক পরিষ্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে।

আজ কাটাখাল খালজুড়ে বড় আকারের পরিষ্কার অভিযান শুরু হয়েছে। খালের জঞ্জাল ও পলি অপসারণ করে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে হাওড়া নদীর তীরে প্রায় ৬৫০ মিটার দীর্ঘ একটি প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে। বর্ষাকালে ভারী বৃষ্টির সময় নদীর জল উপচে শহরে ঢুকে পড়া রোধ করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

আজ কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের পরিদর্শন করেন রাজ্যের সচিব কিরণ গিত্তে, আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর কমিশনার, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার সহ অন্যান্যরা।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সচিব কিরণ গিত্তে জানান, আগরতলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ মূলত হাওড়া নদী ও কাটাখাল খালের উপরই নির্ভরশীল। কারণ এই দুই জলপথই শহরের প্রধান ড্রেনেজ আউটলেট হিসেবে কাজ করে। তিনি বলেন, বাঁধ নির্মাণ ও জমি অধিগ্রহণের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই অর্থ মঞ্জুর করেছে। সব দপ্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছে যাতে জলপ্রবাহ স্বাভাবিক থাকে এবং প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন হয়।

তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পটি বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারই বাস্তবায়ন। শহরের পাম্পগুলো সম্পূর্ণ সচল রয়েছে এবং প্রয়োজনে এক ঘণ্টার মধ্যেই অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন করা সম্ভব।

আগরতলা রেল স্টেশনে ২৬ কেজি গাঁজাসহ আটক দুই, এনডিপিএস আইনে মামলা

আগরতলা, ১৪ মার্চ: গাঁজা পাচারের অভিযোগে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

তাদের কাছ থেকে মোট ২৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস আইন-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম আব্দুল কাদির ও দীপক সরকার। আব্দুল কাদিরের বাড়ি মেলাঘর এলাকার ইন্দিরা নগরে এবং দীপক সরকারের বাড়ি উদয়পুর মহকুমার পালাটানা এলাকায়।

জানা যায়, তারা রেলপথে গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে বহিরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সুনির্দিষ্ট গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে তাদের আটক করতে সক্ষম হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রায় ২৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে রেলপথ ব্যবহার করে রাজ্য থেকে গাঁজা বহিরাজ্যে পাচারের ঘটনা বেড়েছে।

তবে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী নিয়মিত অভিযান চালিয়ে এসব পাচারকারীদের আটক করছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নাবালক ছেলে গাড়ি চালানোয় বাবাকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

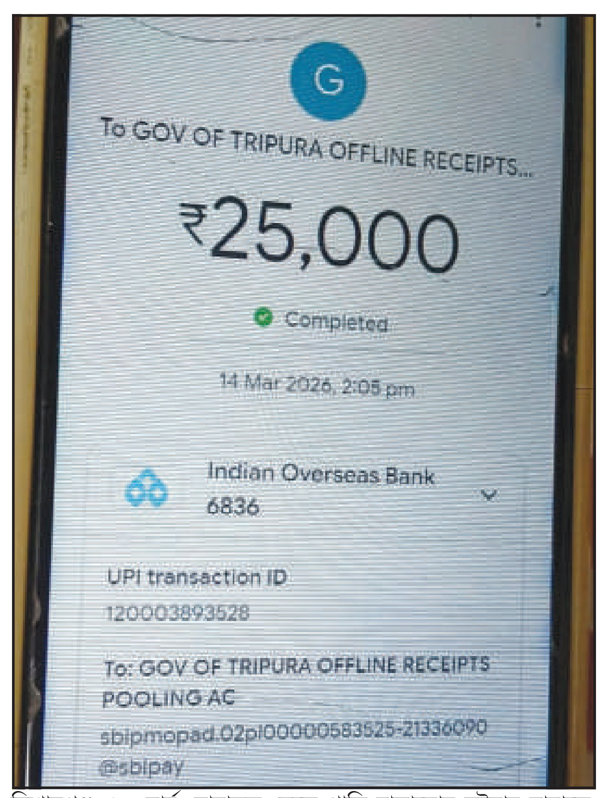

বিশ্রামগঞ্জ, ১৪ মার্চ: নাবালক ছেলে গাড়ি চালানোর ঘটনায় বাবাকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হল। বিশ্রামগঞ্জ থানার উদ্যোগে আইন প্রয়োগের এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন গুলিরাইবাড়ী এলাকার বাসিন্দা আব্দুল কাদিরের নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া নাবালক ছেলে আলী আকবর গত ১০ মার্চ তার বাবার সদ্য কেনা টি আর—০৭—ই—০৭৯৭ নম্বরের গাড়ি চালিয়ে গুলিরাই থেকে বন্ধুদের নিয়ে বিশ্রামগঞ্জে আসে। পরে সেই ঘটনার ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে, বিশেষ করে ফেসবুকে পোস্ট করা হয়।

সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি নজরে আসতেই বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা শনিবার দুপুরে পদক্ষেপ নেন। পুলিশ গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে আসে এবং গাড়ির মালিক তথা নাবালকের বাবা আব্দুল কাদিরকে থানায় ডেকে পাঠানো হয়।

পরে মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট ১৯৮৮-এর ১৯৯এ ধারায় আব্দুল কাদিরের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। থানায় উপস্থিত হয়ে তিনি স্বীকার করেন যে তার নাবালক ছেলে গাড়ি চালিয়েছিল এবং ভবিষ্যতে আর কখনও তাকে গাড়ি চালাতে দেবেন না বলেও প্রতিশ্রুতি দেন।

এ বিষয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা সংবাদমাধ্যমকে জানান, নাবালকদের গাড়ি, বাইক বা স্কুটি চালানো সম্পূর্ণ বেআইনি এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। কোনও অভিভাবক যদি তাদের নাবালক সন্তানদের যানবাহন চালাতে দেন, তবে আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।এই ঘটনাকে ঘিরে বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় সচেতনতার বার্তা পৌঁছেছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আইন প্রয়োগের এই পদক্ষেপকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন।

শনিবার অমরপুর মন্ডলের উদ্যোগে ভারতীয় জনতা পার্টি আনন্দধারা প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত পৃষ্ঠা প্রমুখ ও প্রবীণ কার্যকর্তা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas